কায়স্থ-কৌস্তুভ।

অর্থাৎ

বৈকুণ্ঠবাসী মহাত্মা রাজনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক "কায়স্থ-কৌস্তুভ" সংখ্যাত্রয়ের সার-সংগ্রহ, যাহাতে আন্দুলাধিপতি স্বর্গগত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর বহু বুধগণের ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিয়া আপন কুমারকে উপবীত ধারণ করান, সেইসকল প্রমাণ এবং স্বাধীন ও রাজোপাধিধারি কায়স্থগণ, প্রাচীন শ্রীমন্ত, কীর্ত্তিবন্ত, যশোবন্ত কায়স্থদিগের নামেব তালিকা।

[কায়স্থ-হিতৈষি-বন্ধুবর্গের বিতরণার্থে মুদ্রিত।]

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল, চৈত্র।

☞ এই পুস্তক যে কোন ভদ্র-কায়স্থগণের প্রয়োজন হইবে, তিনি স্বয়ং বা লিপিদ্বারা ৮ নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট ১১ নং ভবনে, শ্যামবাজারস্থ রায় মোহনলাল মিত্র ভূম্যধিকারির ভবনে, এবং রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৃন্দাবন চন্দ্র মিত্রের নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

কায়স্থ-কৌস্তভ।

অর্থাৎ

বৈকুণ্ঠবাসী মহাত্মা রাজনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক "কায়স্থ-কৌস্তভ"
সংখ্যাত্রয়ের সার-সংগ্রহ, যাহাতে আন্দুলাধিপতি স্বর্গ-
গত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর বহু বুধ-
গণের ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিয়া আপন
কুমারকে উপবীত ধারণ করাণ, সেই
সকল প্রমাণ এবং স্বাধীন ও রাজো-
পাধিধারি কায়স্থগণ, প্রাচীন
শ্রীমন্ত, কীর্ত্তিবন্ত, যশোবন্ত
কায়স্থদিগের নামের
তালিকা।

[কায়স্থ-হিতৈষি-বন্ধুবর্গের বিতরণার্থে মুদ্রিত।]

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল, চৈত্র।

ওঁ তৎসৎ

ভূমিকা।

মহাত্মা ৺ রাজনারায়ণ মিত্র সন ১২৫১ সালে ১ম ও ২য় সংখ্যা এবং সন ১২৫৫ সালে ৩য় সংখ্যা কায়স্থকৌস্তুভ প্রকাশ করেন তাহাতেই ভগবান চিত্রগুপ্ত-সন্তান কায়স্থগণের স্বজাতিপক্ষে জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। কিছু দিবস পরে সেই সকল পুস্তকের মত প্রবল না হওয়াতে ঐ গ্রন্থ ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। সম্প্রতি কএক মাস হইল বারাণসীর মহারাজার সভা হইতে বৈকুণ্ঠবাসী স্যার রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রিয়াত্মজ পিতৃভক্তিপরায়ণ শ্রীমান্ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুরের প্রতি কায়স্থকৌস্তুভ প্রেরণের আদেশ আসিয়াছিল, তাহাতে রাজা বাহাদুর সেই গ্রন্থ অপ্রাপ্তি জন্য পাঠাইতে পারিলেন না। এই সংবাদ শ্রবণানন্তর আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যাহাতে কায়স্থকৌস্তুভ পুনঃ প্রকাশিত হয় তাহাতে বিশেষ যত্নবান হইলাম। কিন্তু তাহার পরেই জানিতে পারিলাম যে কলিকাতা কুমারটুলি নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র স্বয়ং ঐ কায়স্থকৌস্তুভের মতকে প্রবল করিবার জন্য পুরাণ তন্ত্র ও শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এক বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাতেই আমি সেই আশায় কৌস্তুভগ্রন্থ পুনঃ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছিলাম।

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

অর্থাৎ দৈব বশতঃ কলিকাতার দক্ষিণ রাজা আদিত্য-

সুরপুর-বাসি ও তৎসংলগ্ন গ্রাম শ্রীহরিনাভি ও কোদালে-নিবাসী চিত্রগুপ্তবংশজ কতিপয় কায়স্থ সেই কৌস্তুভের তৃতীয় সংখ্যা লিখিত যে ব্যবস্থাতে ব্রহ্মর্ষিতুল্য ৺ অভয় চরণ তর্কালঙ্কার, ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ৺ হলধর তর্ক-চূড়ামণি প্রভৃতি ৩৯ জনের মতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন সেই ব্যবস্থা বেদের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া শূদ্রত্ব ভাব পশ্চাৎ রাখিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক গত শ্রাবণ মাসে শ্রীশ্রীহরি স্মরণানন্তর উপবীত ধারণ করিয়া-ছেন, সেই হেতু উক্ত গ্রামবাসিগণের পোষকতার্থে কায়স্থ-কৌস্তুভের সার সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশেষতঃ উক্ত গ্রন্থ প্রকাশক মহাত্মা মিত্রজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ইংরাজিতে সুশিক্ষিত শ্রীমান্ হরিশ্চন্দ্র মিত্র বাবু এবিষয় পুনঃ প্রকাশ হওনের মহা উৎসাহী এবং যত্নবান আছেন এবং তিনি ইং ১৮৭০ ৯ই জুলাই দিবসে এক ইংরাজি মহাসভাতে জাতীয় বিষয় দীর্ঘ বক্তৃতা ইংরাজিতে নানা পুরাণ শাস্ত্র হইতে কায়স্থ শূদ্র নহে কোন কোন অংশ বৈশ্যের ন্যায় ব্যবহার এবং স্পষ্ট ক্ষত্রিয় সপ্রমাণ করিয়াছেন তাহার একখানি ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশ আছে। অতএব এক্ষণে কায়স্থ-কৌস্তুভ-সার প্রকাশ করণের কোনমতেই বিলম্বের প্রয়োজন নাই॥

কলিকাতা। শোভাবাজার ৺নন্দ-রাম সেনের ইষ্ট্রীট, ১১ নং, সন ১২৮১। তারিখ আশ্বিন।	মজুমদার শ্রীগুরুচরণ বর্ম্মদেবস্য।

কায়স্থকৌস্তুভসারসংগ্রহ

[শকাব্দা ১৭৬৬তে কায়স্থকুলোদ্ভব বৈকুণ্ঠবাসি রাজনারায়ণ মিত্র প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা কায়স্থকৌস্তুভ হইতে উদ্ধৃত।]

ওঁতৎসৎ।

উপলক্ষ।

যথা কর্ণাটরাজ্যো গৌড়েশ্বর কায়স্থ শ্রীযুক্ত মহারাজ আদিত্যসুর বাহাদুর সম্বৎ পূর্ব্বে ২৩৪ বৎসরে কৃষ্ণপক্ষে বুধবারে প্রতিপৎ তিথিতে অমৃতযোগে অশ্বিনী-নক্ষত্রে আশ্বিন মাসে এক পত্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ বীরসিংহ বাহাদুর কাম্বোজ দেশাধিপতিকে লিখিয়াছিলেন "যে ঐ দেশ হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন কায়স্থ যথার্থ বেদবেত্তা দেবজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদান্তী যাজ্ঞিক ও যজ্ঞক্ষম ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ণানুষ্ঠান যজ্ঞকরণার্থে পাঠাইয়া দিতে।" তদুপলক্ষে ঐ রাজা কাম্বোজ দেশ হইতে গৌড়দেশে দশজন যজ্ঞের উপযুক্ত যাজ্ঞিক ব্যক্তিদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ দশজন মহাপুরুষের সন্তান প্রায় তাবৎ এপ্রদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহাশয়েরা

অদ্যাপি আছেন। ইহারা তিন ভাগে তিন রাজ্যের নামে খ্যাত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ী উত্তররাঢ়ী ও বঙ্গজ। অর্থাৎ যাহারা পরে পরে বঙ্গদেশে জাত হইয়াছেন ইহারদিগের পূর্ব্বনিবাস কাম্বোজদেশ। ঐ দেশের পশ্চিমে নর্ম্মদা নদী, দক্ষিণে তৃপ্তি নদী, উত্তরে মালবদেশ অবন্তী নগর, পূর্ব্বে মৎস্যদেশ বিরাট রাজ্য, তৎপূর্ব্ব এই গৌড়দেশ।"

পরমাত্মনে নমঃ।

অথ গ্রন্থারম্ভঃ।

কায়স্থোৎপত্তি লিখ্যতে।

পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে।
সৃষ্টাদৌ সদসৎকর্ম্মগুপ্তয়ে প্রাণীনাং বিধি।
ক্ষণং ধ্যানাস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণীনাং সদসৎকর্ম্ম লেখ্যায় স নিরূপিতঃ॥
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতি দীয়তে দ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥

সৃষ্টির আদিতে সদসৎকর্ম্ম প্রাণিদিগের জানিবার নিমিত্ত বিধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনি ক্ষণকাল ধ্যানেতে স্থিত হইলে তাঁহার সর্ব্ব কায় হইতে মশি পাত্র এবং লেখনী হস্তে করিয়া সুন্দর এক পুরুষ বিনির্গত হইলেন। ঐ পুরুষ প্রাণিদিগের সদসৎকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত

চিত্রগুপ্ত নাম ধারণ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে নিরূপিত হইলেন।

ঐ ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান পুরুষকে ব্রহ্মা দেবাগ্নি মধ্যে যজ্ঞ-ভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই হেতু ব্রাহ্মণেরা ভোজন এবং পূজাকালীন ঐ পুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন।

সেই পুরুষ ব্রহ্মকায় হইতে উদ্ভব হইয়াছিলেন বলিয়া কায়স্থ নামক জাতি প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ বংশোদ্ভব কায়স্থ গণ নানাগোত্রে বিনিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন।

"শৌচমাস্তিক্যমভ্যাসোবেদেষু গুরুপূজনং।
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যাচ ব্রহ্মকায়স্য লক্ষণং॥

আয়ুর্ব্বেদ"॥

অর্থাৎ শুচি আস্তিকতা বেদাভ্যাসে রত গুরুপূজাসক্ত অতিথি সেবা এবং যাগাদি কর্ম্মে অতিপ্রিয়তা এই সকল লক্ষণযুক্ত চিত্রগুপ্তসন্তান ব্রহ্মকায়স্থ জানিবেন।

কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ

হেমচন্দ্র।

অর্থাৎ কায়স্থদিগের কেবল অক্ষর জীবিকা।

"গঙ্গা নতোয়ং কণকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাশ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥

যমস্মৃতি।

অর্থাৎ যেমন গঙ্গাজল জল নহে ব্রহ্মরূপ, সুবর্ণধাতু ধাতু নহে নারায়ণস্বরূপ, দর্ভতৃণ তৃণ নহে পবিত্ররূপ, গাভী-

পশু পশু নহে দেবীরূপা, তদ্রূপ কায়স্থবর্ণ শূদ্র নহে ক্ষত্রিয়রূপ।

হে সুযজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণাতিপ্রিয়োনৃপঃ।
পশ্যৈতান্ বিপ্রভৃত্যাং স্ত্বমাসনাদিশিরোধৃতান্॥
অতোঘোরে কলাবেতে ভবিষ্যন্তি দ্বিজার্চ্চকাঃ।
জাত্যামসীশাঃ কায়স্থা ব্রাহ্মণেশ্বরমানসাঃ॥
মহাবিদ্যোপাসকাশ্চ গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়াভাবাদ্বৈশ্যাভাবাচ্চ সুব্রত॥
এতে ভক্ত্যা ভবিষ্যন্তি বিপ্রমানাঃ সহিষ্ণবঃ।
বিপ্রপ্রিয়া বিপ্রভক্তা বিপ্রমানপ্রদায়তঃ॥
মহাবিদ্যাপ্তয়শ্চৈতে ক্ষত্রকর্ম্মকৃতাঃ কলাবিতি॥
অলমতিবিস্তরেণ।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে।

হে মহারাজ এই কায়স্থ বিপ্রভৃত্য ব্রাহ্মণের চরণে যাহারদিগের মস্তক নত হইয়াছে কলিতে ইহারাই দ্বিজ-পূজা প্রীতিপূর্ব্বক করিবেন, ইহারা জাতিতে মসীজীবি ও লেখক ইহারা ব্রাহ্মণের অতি প্রিয়পাত্র ব্রাহ্মণেরা মনের সহিত ইঁহারদিগকে ভাল বাসেন, ইহারা মহাবিদ্যা দেবীর উপাসক, আর গুণেতে ক্ষত্রিয় জাতি হয়েন, বিশেষতঃ ইঁহারা কলিতে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হইবেন ইঁহারা কলিযুগে ক্ষত্রিয়ভাবা অর্থাৎ হে মহারাজ কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম্ম ও আচার ও ব্যবহার ইহাঁরাই করিবেন, আর ইহাঁ-রাই কলিতে ব্রাহ্মণের ভক্ত হইবেন, ও ব্রাহ্মণের মানরক্ষা করিবেন ও ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্য সহিষ্ণুতা করিবেন দেবী

উপাসক হইবেন এবং ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করিবেন আর অধিক কি কহিব।

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ॥

বেদান্তসূত্রং।

অর্থাৎ পরে পরশ্রুতিতে চৈত্ররথ নামা প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলব্ধি হয় শূদ্রের উপলব্ধি হয় নাই।

অথ সংক্ষিপ্ত কায়স্থ-বংশাবলি।

চিত্রগুপ্ত দেব—আদিপুরুষ ইহাঁরই ৯নাম শাস্ত্রে লেখেন।

১ যম—অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে যুগল ভ্রাতা চিত্র ও বিচিত্র উৎপন্ন হয়েন এ প্রযুক্ত যমক নামে যম নাম হইয়াছে।

২ ধর্ম্মরাজ—অর্থাৎ ন্যায় বিচারক।

৩ পিতৃপতি—অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণদিগের অধিপতি।

৪ কৃতান্ত—অর্থাৎ সিদ্ধান্তক।

৫ শমন—অর্থাৎ মনের ধীরতা।

৬ দণ্ডধর—অর্থাৎ শাস্তা।

৭ শ্রাদ্ধদেব—অর্থাৎ পিণ্ডভুক্।

৮ বৈবস্বত—অর্থাৎ বৈবস্বত মনু।

৯ যুগ্ম—অর্থাৎ যমকোৎপন্ন।

চৈত্ররথ দেব—(চিত্রগুপ্তের পুত্র) অর্থাৎ কুবেরের কানন ধনকুবেরের প্রায় অতিশয় ধনাঢ্য ইহ চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা গৌতম ঋষি ইহাঁকে উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন।

চিত্রভানু দেব—(চৈত্ররথের পুত্র) অর্থাৎ শিবানুরূপ সূর্য্যতুল্য পরাক্রমী।

চিত্রশিখণ্ডী দেব—(চিত্রভানুর পুত্র) অর্থাৎ ময়ুরের পুচ্ছযুক্ত মুকুটধারী।

ক্রতু দেব—(চিত্রশিখণ্ডীর পুত্র) অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, হোম, ও পূজায় সর্ব্বদা রত, ইহার অনেকানেক সন্তান ইহারদিগের গুণানুসারে উপাধি হইয়াছে, ইহারদিগের বিশেষ কর্ণাট্‌রাজ্জী ও কবিময়ূর গ্রন্থে বর্ণন আছে, ক্রতু মহাশয় সপ্ত ঋষির অবতার ইহাকেই লোকে ব্রহ্ম সন্তান কহে ইহারই সন্তানদিগের উপাধি।

১ ঘোষ, ২ বসু, ৩ মিত্র, ১ দেব, ২ দত্ত, ৩ কর, ৪ পালিত, ৫ সেন, ৬ সিংহ, ৭ দাস, ৮ গুহ।

১ ব্রাহ্মা, ২ বিষ্ণু, ৩ রুদ্র, ৪ গণ।
৫ ভঞ্জ, ৬ ভদ্র, ৭ নাগ, ৮ মন॥
৯ ইন্দ্র, ১০ চন্দ্র, ১১ সোম, ১২ রক্ষিত।
১৩ আদিত্য, ১৪ পাল, ১৫ নাথ, ১৬ বিদিৎ॥
১৭ ধনুঃ, ১৮ বাণ, ১৯ গুণঃ, ২০ স্বর।
২১ তেজ, ২২ শক্তি, ২৩ স্বারং, ২৪ ধ্বর॥

২৫ ২৬ ২৭ ২৮
আইচ, অর্ণব, আষ, দানা।
২৯ ৩০ ৩১ ৩২
খিল, পিল, শিল, সানা॥
৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬
রাজ, রাহুৎ, রাণা, শূর।
৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০
কিত্তি, বল, বর্দ্ধন, অঙ্কুর॥
৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪
নন্দী, বিন্দু, বন্দু, শ্যাম।
৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮
হুই, গুই, গণ্ড, দাম॥
৪৯ ৫০ ৫১ ৫২
নাদ, নোদ, গুড়, গুই।
৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬
গুপ্ত, বেশ, যশ. ভুই॥
৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০
রাহা, দাহা, কুণ্ড, পাই।
৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪
খাম, খেম, খঞ্জ, বই॥
৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮
ধরণি, হোড়, মান, হেম।
৬৯ ৭০ ৭১ ৭২
দণ্ডী, হোম, গুহ, ক্ষেম॥

কায়স্থ কৌস্তুভ।

২য় সংখ্যা।

উপলক্ষ।

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্ররথস্তু তস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকূটাচলাধিপঃ॥

আপস্তম্ব শাখা।

প্রজাপতির বাহু হইতে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ উৎপন্ন হইয়া চিত্রগুপ্ত স্বর্গে রহিলেন বিচিত্র পাতালে গমন করিলেন। ঐ চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ কুলপ্রদীপ গৌতম ঋষির শিষ্য চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা হইলেন।

তদর্থ অনুমিতে শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীভগবৎ চিহ্ন উপলক্ষে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং মুক্তাহারোপশোভিতং।
বিদ্যারত্নসমাযুক্তং মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতং ইত্যাদি॥

অর্থাৎ শ্রীভগবৎ শরীরে এক বিংশতি চিহ্ন তন্মধ্যে কৌস্তুভ কণ্ঠ মণির কিরণে দীপ্তিমান্ শোভান্বিত যে শ্রীবৎস বক্ষঃস্থলে বামপার্শ্বে নানা বিদ্যারত্ন সংযুক্তে কায়স্থ ক্ষত্রিয় চিহ্ন অলঙ্কার স্বরূপে চিত্র বিচিত্র নানা প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছেন। শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মসূত্রে বেদ ত্রিপাদ গায়ত্রী প্রণব ব্যাহৃতি স্বর্ণরেখারূপে বিপ্রপাদ মুখ্য চিহ্ন অর্থাৎ আদ্য চিহ্ন যেহেতুক ব্রহ্ম সকলের আদ্য এজন্য সত্ত্বগুণে স্বর্ণ রেখায় ব্রাহ্মণ চিহ্ন শাস্ত্রে কহেন। বামপার্শ্বে শ্রীবৎস কায়স্থ ক্ষত্রিয় চিহ্ন চতুর্দ্দলে রজত রেখা বাস্তবিক রজোগুণাক্রান্ত কায়ক্ষেত্রে কায়স্থ ক্ষত্রিয় চিহ্ন। এতদ্ভিন্ন ভগবানের পাদপদ্মে ঊনবিংশতি চিহ্ন সমুদায় একবিংশতি চিহ্ন চতুরংশে বিস্তার হইয়া চতুরশীতি প্রকার চিত্র বিচিত্র নামে ব্রহ্ম কায়াতে কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ চিত্র বিচিত্রের প্রধানরূপ এক বিংশতি চিহ্নের অবতার যমালয়ে এক বিংশতি যমরূপে পৃথক্ বিচারের সভা তথায় আছে এই জন্য যমালয়ে এক বিংশতি নরক বর্ণন হইয়াছে মুখ্য কল্পে। যথা—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের অবতার অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, শঙ্কর্ষণ, বাসুদেব। তদ্রূপ ভগবতাঙ্গ চিহ্নের অবতার চিত্র বিচিত্র একবিংশতি প্রধান তন্মধ্যে শ্রীবৎস লাঞ্ছন। ব্রহ্মচিহ্নে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ ইহাদিগের পিতৃলোক সামবেদানুসারে সোমপা নামে বিখ্যাত এবং কায়ক্ষেত্রে শ্রীবৎস কায়স্থ ক্ষত্রিয় উৎপন্ন ইহারদিগের পিতৃ-লোক হবির্ভূবনানুসারে হবির্ভুজ নামে বিখ্যাত ইহা শ্রীভগবান্ মনু কহিয়াছেন।

শ্রীবৎসলাঞ্ছনের বিবরণ।

এই রাজশ্রী চিহ্ন হইতে অস্ত্র সকল উৎপন্ন হয়েন, ইহ স্বয়ং অস্ত্রাকার, যথা—কাটার কিরীচ যমধার অর্থাৎ পেস্ক-বজ এবং কায়স্থদিগের কলমের অগ্রভাগ এপ্রযুক্ত কাটার আকৃতি যমধার হয়েন। এই চিহ্ন শ্রীভগবৎকায় চতুরঙ্গ-দলে চতুর্দ্ধারে প্রকাশ হইয়াছেন, যথা শাস্ত্রধার, শস্ত্রধার, শূরধার, সৈন্যধার।

শাস্ত্রধার।

ঋগে্বদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ভাগবৎবেদ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, রাজবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, বিচিত্রবিদ্যা, বায়ুর্বিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা, জলবিদ্যা, ক্ষিতিবিদ্যা। দেববাণী, মনুষ্যবাণী, পশুবাণী, পক্ষিবাণী, পতঙ্গবাণী, কীটবাণী আকাশবাণী॥ ২১॥

শস্ত্রধার।

কালাগ্নিব্রহ্মঅস্ত্রসুদর্শনচক্র, বমাগ্নিদণ্ডঅস্ত্র, দেবাগ্নি-বজ্রঅস্ত্র, ত্রিদোষাগ্নিত্রিশূলঅস্ত্র, যমধারকাটারঅস্ত্র, হল-মূবললাঙ্গলগদাঅস্ত্র, শেল, শূল, বাঁটুল, লোহশঙ্কু, সংহাত, তপন, শরজাল অস্ত্র, একাগ্নিঅস্ত্র, সূচি, জটা, তোমর, পরশু, অসি, উল্কা অস্ত্র॥ ২১॥

শূরধার।

জয়, যুদ্ধ, যজ্ঞ, বল, দর্প, দক্ষ, বীর্য্য, শৌর্য্য, সাহস, তেজ, ধৈর্য্য, সন্ধি, প্রতাপ, প্রাখর্য্য, প্রতপ্ত, প্রতিকূল, অন্বেষণ, করগ্রহণ, শাসন, তাডন, বিদরণ॥ ২১॥

সৈন্যধার।

সেনাপতি, মহারথী, রথী, পদাতি, সারথি, হয়, হস্তী, বাণ, ডঙ্কা, নিশান, তূরী, ভেরী, মাদল, শঙ্খ। দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, সূচীব্যূহ, চক্রব্যূহ॥ ২১॥

এই একবিংশতি প্রকার চিত্র বিচিত্র চতুরংশে বিস্তার হইয়া চতুরশীতি প্রকার কায়স্থ চিত্রগুপ্ত যম মহাশয় স্বয়ং হইয়াছেন। এই উপলক্ষে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ যমাবতার।

মনুষ্যের স্বীয় স্বীয় জাতীয় ধর্ম্ম সনাতন হয়, ঐ স্বধর্ম্ম নাশ হইলে নরকে নিয়ত বাস করেন।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুমঃ॥

গীতা।

অর্থাৎ স্বজাতীয় সনাতন কুলধর্ম্ম হে কৃষ্ণ যে তাহার রক্ষা না করে সে মহা নরকে বাস করে।

মনু ১ অধ্যায়।

মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসংবশিষ্টঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ॥ ৩৫॥

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা পিতৃপতিযম চিত্রগুপ্ত, বশিষ্ট, ভৃগু শুক্রাচার্য্য, নারদ এই দশজন প্রজাপতি॥ ৩৫॥

শ্রীমদ্রানাগরাগৌরাঃ শ্রীবৎসাশ্চৈব মাথুরাঃ।
অহিফণাঃ শৌরসেনাঃ শৈব্যসেনাস্তথৈব চ॥
বর্গোবর্ণাদ্বয়শ্চৈব অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সত্তম॥

পদ্মপুরাণং

নাগর কায়স্থ, গৌড় কায়স্থ, শ্রীবৎস কায়স্থ, মাথুর কায়স্থ, অহিফণা কায়স্থ, শৌরসেন কায়স্থ, শিবসেন কায়স্থ, চিত্রগুপ্ত কায়স্থ, বিচিত্র কায়স্থ, এবং অম্বষ্ঠ ইত্যাদি কায়স্থ॥

কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনং।
আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

উশনাস্মৃতিঃ।

স্বীয় কর্ম্মে নিপুণ কাকের ন্যায় সতর্ক আর যুদ্ধে যমসম নির্দ্দয় ক্রূর স্বভাব ক্ষত্রিয়* শিল্প বিদ্যাজ্ঞ আদ্য অক্ষর ককার হইতে উৎপন্ন হইয়া কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন॥"

"কায়স্থোৎপত্তয়োলোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয়এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তোব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো॥
মুখতোস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
মহাভীমো মহাবাহুঃ স্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবা শিরাগূঢ়ঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ॥

---

* ক্ষত্রিয় জাতির ক্রূর স্বভাব মনুও কহিয়াছিলেন।

চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥ ইত্যাদি॥

পদ্মপুরাণ।

হে মহামুনি। কায়স্থ উৎপত্তি যে প্রকারে হইয়াছে তাহা শুনহ। অব্যক্ত অব্যয় পুরুষ প্রধান লোকের পিতামহ ব্রহ্মা যে প্রকারে বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন তাহা কহি। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মে আর বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, মহাবলবান্ মহাবাহু কৃষ্ণবর্ণ পদ্মচক্ষু কম্বু-গ্রীবা গূঢ়-মস্তক পূর্ণচন্দ্রপ্রায় মুখশ্রী হস্তে লেখনী, কলমছেদক শস্ত্র অসি নীলবর্ণ আভা ধারণ করত কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়া চিত্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত হইলেন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করণার্থে যমালয়ে রহিলেন।

ব্রহ্মোবাচ।

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন।
অতোভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥
গর্ভাধান হৃতৌ কার্য্যং তৃতীয়ে মাসি পুংক্রিয়া।
মাসাষ্টমে স্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তৌজাতকর্ম্ম চ॥
শতাহে নামকরণং পঞ্চমে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলং॥

তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদিকং।
বাসো গুরুকুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তথা॥
কৃত্বাতু মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বিধায় চ।
আয়ুষ্যানি চ শান্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিতঃ॥
কুর্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্যসংযুতং।
ততঃ প্রধানসংস্কারাঃ কার্য্যা এষবিধিঃস্মৃতঃ॥ ইত্যাদি॥

বিজ্ঞান তন্ত্র।

ব্রহ্মা কহিতেছেন "আমার কায় হইতে তুমি উৎপন্ন হইলে, তোমার নাম চিত্রগুপ্ত কায়স্থ লোকে কহিবে। তুমি কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ, শূদ্র কদাচ নহ এজন্য তোমার গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার হইল। প্রথম গর্ভাধান, দ্বিতীয় তিন মাসে পুংসবন, তৃতীয়, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, চতুর্থ জাত-কর্ম্ম, পঞ্চম নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠ নামকরণ, সপ্তম অন্নপ্রাশন, অষ্টম চূড়াকরণ উপবীতধারণ, নবম উপনয়ন গায়ত্রীদীক্ষা ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, বিধিপূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিয়া বেদা-ধ্যয়ন করিবে এবং গায়ত্রী জপ করিবে, দশম মাতৃকা পূজা বসুধারা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বিধিপূর্ব্বক করিয়া দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হইবে তোমার বংশের এই ব্যবস্থা জানিবে।"

মহারাজ আদিত্যসুর কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ ইতি নির্ণয়।

মহারাজ আদিত্যসুরকে যদি কেহ অজ্ঞানপ্রযুক্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ না কহেন তবে সকল শাস্ত্র উচ্ছন্ন হয় যেহেতু

বেদাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অবশ্য পতিত হয়েন। পঞ্চজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এই মহারাজা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া যজ্ঞ করিযা দক্ষিণায় রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমি ও অন্তঃ-বেদি অর্থাৎ গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর মধ্যে ভূমি এবং গো ও ধেনু ও সুবর্ণ ও রজত ও নানা রত্ন ও বস্ত্র ইত্যাদি ধন, কুশ-বারিসংযুক্তে দান করিয়াছিলেন ঐ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ঐ রাজার দান প্রতিগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতেই অবশ্য তাবৎ পণ্ডিতদিগের অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, এই রাজা কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিলেন। কারণ " শ্রীমদ্ভগবান্ মনু মহাশয় কহি-য়াছেন যে ক্ষত্রিয়বংশজ রাজা ব্যতীত ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণ রাজা হইতে দান গ্রহণ করিলে স্ববংশ সহিতে পতিত হইয়া একবিংশতি নরকে স্ববংশে গমন করেন।

মনুস্মৃতি ৪ অধ্যায়ঃ।

নরাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীযাদ্ রাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সুনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈবচ জীবতাং ॥ ৮৪ ॥
দশসূনাসমং চক্রং দশচক্র সমোধ্বজঃ।
দশধ্বজসমো বেশো দশবেশসমোনৃপঃ ॥ ৮৫ ॥
যোরাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণাতি লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ।
সপর্য্যায়েন যাতীমান্নরকামেকবিংশতিং ॥ ৮৭ ॥

যে রাজা ক্ষত্রিয়সন্তান নহেন সে রাজা হইতে প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণ করিবেন না। এবং সূনা চক্র ধ্বজ বেশ যাহার উপ-জীবিকা তাহার স্থানেও প্রতিগ্রহ করিবেন না। সূনা শব্দে প্রাণিবধ স্থান, চক্রপদে তৈলযন্ত্র, ধ্বজ পদে মদ্যযন্ত্র বেশপদে

কন্যা-বিক্রয়। দশ সুনার সমান চক্র হয়, দশচক্র সমান ধ্বজ হয়, দশ ধ্বজ সমান বেশ হয়, দশ বেশ সমান অন্যজাতি রাজা হয়, ক্ষত্রিয়ব্যতীত যদি ব্রাহ্মণ লোভে অন্যজাতীয় রাজা হইতে প্রতিগ্রহ করেন তবে তিনি স্ববংশসহিতে একবিংশতি নরকে গমন করেন।”

“গ্রামং সুবর্ণং গাশ্চৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যঃ প্রদদৌ স নৃপোত্তমঃ॥

দেবীবরঃ।

ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে মহারাজ আদিত্যসুর গ্রাম ও সুবর্ণ ও গাভী ও নানা প্রকার বস্ত্র দক্ষিণার্থে দান করিলেন।”

“ শ্রীপরমেশপাদপরস্য শ্রীআদিত্যসুরকায়স্থনৃপস্য ইত্যাদি।”

“ব্রহ্ম-কায়-সমুদ্ভূতঃ কায়স্থঃ বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু রাজনং॥

ব্যোমসংহিতায়াং মাধবাচার্য্যধৃতং।

ব্রহ্মার-কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ, কলিতে ইহারাই প্রকটরূপে ক্ষত্রিয় হয়েন ইহারাই জপ ও যজ্ঞ ও রাজ্যক্ষম হয়েন।”

গোযানা

“গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্গাচর্ম্মাদিভির্যুতান্।
পত্তিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতং॥ ইত্যাদি

গোযানে আরোহিত ব্রাহ্মণ সকলকে ঢাল ও তলবার ধারণ

করিতে ও পেয়াদার বেশ ম্লেচ্ছাভাস দেখিয়া মহারাজার মনে দুঃখ হইয়া রাজার অশ্রদ্ধা হইল। ইহা মনে বুঝিয়া ঐ দ্বিজ মহাশয়েরা আশীর্ব্বাদীয় নির্ম্মাল্য মল্লকাষ্ঠের উপর রাখিয়াছিলেন ॥ ইত্যাদি।"

" কাম্বোজ দেশ হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ জন কায়স্থ-ক্ষত্রিয় যাত্রা করিয়া একত্রে গৌড়দেশে আসিলেন।

শ্রীদক্ষ, শ্রীভট্টনারায়ণ, শ্রীশ্রীহর্ষ, শ্রীবেদগর্ভক, শ্রীছান্দোগ্য নামে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং শ্রীদশরথ বসু, শ্রীমকরন্দ ঘোষ, শ্রীবিরাট গুহ, শ্রীকালিদাস মিত্র, শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত নামে এই পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয়, এই দশ জন একত্র হইয়া কাম্বোজ দেশ হইতে গৌড়দেশে গমন করিলেন ইহাতেই প্রথমেই এই কায়স্থদিগের নাম সকলের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ দিগের সহিত ইহারা একত্র হইয়া গমন করণে সুস্পষ্ট নিশ্চয় হইতেছে যে এই সকল কায়স্থ মহাশয়েরা ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিলেন কদাচ শূদ্র নহেন এতদর্থে মনু মহাশয় যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিতে কহিয়াছেন।"

" অষ্টসিদ্ধ মৌলিকা।

১। মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ।
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভব-ভট্টগতিঃ ॥
সচ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং।
প্রথিমেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ ॥

সততং স্বমুখী সুমতশ্চ সুধীঃ।
শরদিন্দু পয়োম্বুধিকুন্দযশাঃ॥ ইত্যাদি॥

১। শ্রীমকরন্দ নামে প্রতিষ্ঠান্বিত প্রভাকর তুল্য অর্থাৎ মকর জলজন্তুর ন্যায় বলবান্ এবং ভয়ানক দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণ যাহার আচার্য্য তিনি ঘোষ কুলে চন্দ্র তুল্য ও যাঁহার সখা সূর্য্যদেব হয়েন ইহ পৃথিবীতে যশোরূপে চন্দ্রের স্বরূপ হয়েন আর দেবলোক পর্য্যন্ত যাঁহার বশীভূত। সর্ব্বদা সম্যক্ প্রকারে সুখী ধনবান্ জ্ঞানবান্ ইত্যাদি।

২। বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো
বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতা গুণার্ণবৈ
র্নিয়তং তেজস্বিনো ভবন্তু নঃ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে
দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী
বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥ ইত্যাদি॥

২। পৃথিবীর চক্রবর্ত্তী রাজা এবং ক্ষত্রিয়, বসুদেবতা তুল্য পরাক্রম এবং বসুদেবতাবংশো দ্ভব, জগদ্বিখ্যাত, হইয়া নিয়ত ক্ষত্রিয়ত্ব তেজের গুণরূপ সমুদ্র। এই প্রযুক্ত ইনি দশরথ বলিয়া জগতে বিদিত হইয়াছেন। ইহা কেবল প্রতিষ্ঠান্বিত নাম হয়। রথে দশদিগ্ জয়ী

হইয়া এই জয়ী নাম যশোযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ রথে দশ দিক্ জয় করিয়াছেন ইত্যাদি।

৩। যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ
প্রমত্তসত্ত্বোমত্তোহি শরৎসুধাংশুবদ্যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপ দ্দ্বিষালিয়োবিদালিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ ইত্যাদি।

৩। সর্ব্বদা সকল লোকের আদরণীয় যশোযুক্ত ইহ উল্লাসিত তেজস্বী ক্ষত্রিয় গর্ব্বযুক্ত এবং শরৎ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশোন্বিত প্রতাপে সূর্য্যের ন্যায় সূর্য্য-বংশজ অর্থাৎ মিত্রবংশজ। ইহার নাম কালিদাস চন্দ্রক।

৪। দ্বিজালিপালনার্থ কোহপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ॥
অযংগুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানোমহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতোবিবিধিপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
নিশম্য গুহভাষিতং সকলসভ্যহাসংব্যভূৎ
সবঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ॥ ইত্যাদি॥

৪। আমি গুহ-কুলোদ্ভব অর্থাৎ দেব সেনাপতি কার্ত্তিক-বংশজ প্রসিদ্ধ এজন্য দশরথ নামে বিখ্যাত প্রতাপবান্ কুলের কুলপদ্মস্বরূপ রাজসূয় ও ইন্দ্রযজ্ঞে যাজ্ঞিক যজ্ঞক্ষম এই যজ্ঞই আমার ব্রত এবং আর আর বিবিধ পুণ্যে পুণ্যান্বিত। আমার বিশেষ না জানিয়া গুহ বলিয়া সকল সভাসদ হাস্য করিলেন নাচার কিন্তু এরূপ দুর্ভাগ্য সম্ভাবিত হইতে পারে যেহেতু বঙ্গদেশসংলগ্নদেশে আগমন করি-

য়াছি তখন নানাপ্রকার অপমানের ভাজন হইয়াছি। ইত্যাদি।

৫। অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী
সুদত্তকুল সম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ॥ ইত্যাদি।

৫। আমি সকল শাস্ত্র বিজ্ঞাত আমার নাম পুরুষোত্তম স্বীয় কুলে অগ্রগণ্য ক্ষমতাবান্ ধার্ম্মিক দৈবানুষ্ঠিত দত্তকুলোদ্ভব দেববংশজ চতুর্ব্বেদ এবং ষট্‌শাস্ত্র-পঠিত ইত্যাদি।

কায়স্থ-কৌস্তুভ তৃতীয় সংখ্যা।

ভূমিকা।

পরমাত্মা আদৌ জগৎ সৃষ্টি করণে ইচ্ছা করিয়া একাংশে স্বীয় প্রকৃতি অধিষ্ঠানে বিরাট মূর্ত্তি শ্যামসুন্দর হইয়া সূর্য্য-রূপে উদয় হইলেন। অনন্তরূপের অনন্ত মহিমা অনন্ত নাম অনন্তধাম অনন্তরূপে হইল যথা।—

স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সোপি. নাম্না দেবো মহাবিরাট।
পরমাণু র্যথাসূক্ষ্মাৎ পরঃস্থূলাৎ তথাপ্যসৌ॥
প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
তিস্রঃ কোট্যঃ সুরাণাঞ্চ সংখ্যাঃ সর্ব্বত্র পুত্রক॥
দিগীশাশ্চৈব দিকপালা নক্ষত্রাণি গ্রহাদয়ঃ।
ভুবি বর্ণাশ্চ চত্বারোহপ্যধোনাগাশ্চরাচরাঃ॥
ততো দদর্শ তত্রৈব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
নবীনজলদশ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসং॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে।

অর্থাৎ পরমাত্মা স্বীয় প্রকৃতি অধিষ্ঠানে বিরাটমূর্ত্তি শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ পীতবাস-পরিধানে সূর্য্যরূপে উদয় হই-লেন। এই স্থূল শরীরের নাম বিরাট হইল। গণ দেবতা সকল, গ্রহ সকল, ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্বর্ণ বিরাট শরীরে তাবতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাশমান হইলেন। সুর, সূর্য্য. মরীচি, মিত্র, চিত্র, বসু. গ্রহপতি ইত্যাদি অনন্তরূপে অনন্তনামে বিদিত হইলেন।

১২। দ্বাদশ নক্ষত্র ইহারা লেখ্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন, ইহারা সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, মসীশ, শ্যামবর্ণ বর্ণময় লেখর্ষভ-

ধারী পঞ্চস্বরবর্ণে বর্ণিত, এবং স্বরস্বতী, ভারতী, ও বগলা দেবীর উপাসক হয়েন। পৃথিবীতে ইহাদিগের স্বীয় স্বীয় গুণ, ও কর্ম্ম ও ধর্ম্ম ব্যুৎপত্ত্যনুসারে মূলশব্দ সংজ্ঞা হইতে স্থূল স্থূল পরিবর্ত্তে পরিভোগ শব্দে ইহারদিগের নাম শাস্ত্রে ও লোকে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। যথা—

শ্রীবৎস চিহ্ন নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	শ্রীবাস্তব	কায়স্থ
মধু নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	মাথুর	,,
গণেশ নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	গৌড়	,,
সূর্য্যধ্বজ নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	সূর্য্যধ্বজ	,,
নিগম নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	নিগম	,,
অহিফণা নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	ঐঠানা	,,
অগ্নি নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	অম্বোষ্ঠ	,,
সহস্রায়ু সেনানী নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	সকসেনা	,,
অনীল নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	উনাথা	,,
রোচি নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	রূড়ী	,,
বিশ্বকর্ম্ম নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	বাল্মীক	,,
নৃসিংহ নক্ষত্রনামানুকল্পে	...	নাগর	,,

জাতি ও বর্ণ লোকের কর্ম্ম ও গুণদ্বারা এক দৃঢ় সংকল্পে হইয়া থাকে যথা বর্ণ ও বর্ণ-সঙ্কর।

বভূবুর্ব্রহ্মণোবক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতা ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।
তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্ব্বর্ণসঙ্করাঃ॥
গোপ-নাপিত-লীলাশ্চ তথা মোদক মূলবৌ।
তাম্বুলি পর্ণ-কারৌচ তথা বণিকজাতয়ঃ॥
ইত্যেবমাদ্যাবিপ্রেন্দ্র সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে-ব্রহ্মখণ্ডে ১০ অধ্যায়ঃ।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যস্যাভক্তি র্জনার্দ্দনে॥

পদ্মপুরাণং।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত, তিনিই উত্তমবর্ণ হয়েন, নচেৎ তাবৎ বর্ণই শূদ্র, অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী না হইলে দ্বিজেরাও শূদ্রবৎ হয়েন।'

ব্রহ্মকায় সমুদ্ভূতঃ	ব্রহ্মকায়াতে উৎপত্তি,
কায়স্থোবর্ম্মসংজ্ঞকঃ।	কণজকায়াতে স্থিত।
কলৌহিক্ষত্রিয়স্তস্য,	কলুষতে ক্ষত্রিয় হয়েন,
জপযজ্ঞেষু রাজনং।	জপ যজ্ঞ ইহার স্বধর্ম্ম।

ইতি ব্যোমসংহিতা।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃকৃতঃ।
উরু স্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত

শ্রুতিঃ।

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে একাকী উৎপন্ন হইয়াছেন এই সত্য বেদে কহেন।

চাতুর্বণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপিমাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং॥

গীতাস্মৃতি।

অর্থাৎ - লোকের গুণ ও কর্ম্মানুসারে অত্যুত্তম, উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, এই চারিবর্ণ মাত্র সৃষ্টি করিয়াছি।

শব্দার্থে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ বিনির্ণয়ং। যথা—

ক শব্দে যমঃ। ইত্যনেকার্থকোষঃ।

া আকার শব্দে পঞ্চ প্রাণময়ং বর্ণং স্বয়ং।

য় শব্দে স্বয়ং কৈবল্য মূর্ত্তিমান। ইতি কামধেনুতন্ত্রং।

স্থ শব্দে স্থিতঃ। ইত্যমরঃ। জনিতা। ঐ পিতা।

ইতি শব্দরত্নাবলী।

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃস্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃপুরা॥

ভগবদগীত।

প্রণব উচ্চারণ ব্যতীত কোন মন্ত্র জপ ও যজ্ঞ ও দীক্ষা শিক্ষা ইত্যাদি কোন পুণ্যকর্ম্ম ও কোন সংস্কার সম্পূর্ণরূপে হয় না।

কায় প্রকাশ—বিরাট্‌কায়স্থিত কায়স্থ ক্ষত্রিয় কায় প্রকাশঃ নামক এক ব্যক্তি বেদের আর্য্যাছন্দঃ ত্রেতাযুগে প্রকাশ করণে আর্য্যাবর্ত্ত এই বর্ষের এক নাম বেদে ও তন্ত্রে লিখিয়াছেন যথা—

বিরাট কায়জ বংশ কায়স্থ ইতি বিস্মৃতঃ।
আর্য্যাছন্দপ্রকাশাৎ তু আর্য্যাবর্ত্তঃ প্রমুচ্যতে॥
অয়ংতু নবমস্তেসাং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রংতু দ্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥

মেরুতন্ত্র ১৯৯ পটলে।

ব্রহ্মকায়োদ্ভব ব্রহ্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয় কায় প্রকাশ নামে এক ব্যক্তি বেদের আর্য্যাছন্দঃ প্রকাশ করণে, এই বর্ষের নাম আয্যাবর্ত্ত হইয়াছে। এই বর্ষ নব খণ্ডের এক খণ্ড পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত ইহ ৪০০০ ক্রোশ হয়েন।

ঐ রাজা কায়-প্রকাশ কায়স্থ মহাশয়ের রাজধানী বিদ্যা নগরে ছিল, ইহ বেদের আর্য্যাছন্দঃ যে প্রকাশ করেন, এই উপাখ্যান এই গৌড়দেশীয় মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন পণ্ডিত চূড়ামণি নবদ্বীপ নিবাসী মহাশয়েরা দেশাধিপতি ইংরাজ রাজচক্রবর্ত্তির সভায় কহিয়াছেন এবং তাবতে স্বাক্ষর করিয়া

দিয়াছেন, ফাল্গুন মাসে ১১৮২ সনে। ইহাদিগের নাম ও উপাধি নিম্নে লিখিত হইল, পাঠকবর্গ মহাশয়েরা শুভ দৃষ্টি করিবেন। যথা—

শ্রীরামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম।
শ্রীবীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন। শ্রীগৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত।
শ্রীকৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার। শ্রীকৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার।
শ্রীবাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। শ্রীসীতারাম ভট্ট।
শ্রীকৃপারাম তর্কালঙ্কার। শ্রীকালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ।
শ্রীশ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।

ইতি জনস্মৃতি।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্যবস্থাপত্র পরে লিখিত হইবে।

এ জনস্মৃতিঃ ব্যবস্থা সংগৃহীত গ্রন্থ বর্ত্তমান দেশাধিপতি রাজচক্রবর্ত্তির বিদ্যালয়ে প্রস্তুত আছে পাঠকবর্গ মহাশয়েরা দৃষ্টি করিবেন।

অষ্ট মৌলিকাঃ———

দেবভূদেবো ভক্তো গুহসদৃশো গুহো দাস ঈশানদাস;
সেনদত্তঃ সুদত্তা মহিতজনচয়ঃ পালিতো ধর্ম্মপালঃ।
সিংহঃ সিংহপ্রতাপঃ ক্ষিতি নিকরকরো দানদক্ষঃ করোসৌ
গৌড়েষ্টৌ সংস্থিতাস্তে গুণগণনিপুণা মৌলিকত্বেনসিদ্ধাঃ।

কুলাচার্য্যকারিকা।

কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ সুধীঃ,
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃসর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ।
গৌড়েশ্বরোমহারাজা রাজসূয়মনুষ্ঠিতং—
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ।

কবিভট্টশালীবাহনধৃতং।

ক্ষত্রিয়ত্ব গতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।
তদভাব নির্দ্ধারণেচ প্রবৃত্তেঃ। ইতি বেদান্তঃ—

১ অধ্যায় ৩ পাদে ৩৫ ' ৩৭ সূত্রে।

এই শ্রুতির তাৎপর্য্য চৈত্ররথ প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় কায়স্থ, চিত্রগুপ্ত পুত্র উপনয়ন পুনঃ সংস্কার করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছেন।

যবন রাজা——ইংরাজী সন ১২০৩ সনে, বাঙ্গালা ৬১০ সনে শ্রীমান সুলতান কুতবোদ্দিন দিল্লীশ্বর যবন রাজা, কোন ক্ষত্রিয় কানবংশজ রাজ-প্রিয়-পাত্র প্রমুখাৎ রাজা লক্ষ্মণ সেনের দৌরাত্ম্য গৌড়দেশের প্রজাদিগের প্রতি শুনিয়া যবন রাজা মহাকোপে শ্রীবক্তাবর খীলজী নামক এক সেনাপতি শুবেদারকে এই গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়া লইতে অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ শ্রীবক্তাবর খীলজী সেনাপতি ঐ বৎসরে নবদ্বীপ রাজধানীতে ১৭ জন সৈন্য লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেই রাজা লক্ষ্মণ সেন স্বপরিবারে বিনা যুদ্ধে স্ত্রীবেশে ভয়ে পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশে গেলেন, শ্রীমান বক্তাবর খীলজী গৌড়দেশের রাজা হইলেন। এই বৎসরে গৌড়দেশ যবনাধিকার হইল।

ইতি বঙ্গোপাখ্যান।

এই গৌড়দেশ যবনাধিকার হইলে, পরে যবন রাজার দৌরাত্ম্য ও প্রজার প্রতি অবিচার ও শাস্ত্র ও দেবতা গো ব্রাহ্মণদিগের হিংসা অধর্ম্মের বৃদ্ধি অধিক হইয়া, বিষ্ণু ধর্ম্মের গ্লানি হইল, প্রজা সকল পাষণ্ডপ্রায় হইয়া নানা পশুহিংসা,

ও মনুষ্যহিংসা, এবং দূষ্য দস্যুবৃত্তি করণে প্রবৃত্ত হইল, প্রায় তাবল্লোকে তত্ত্বজ্ঞান ও হরিভক্তিসাধনায় বিমুখ হইয়া ভূত প্রেত বনদেবতা ও গ্রাম্যদেবতার ও গ্রাম্য-দেবীর অর্থাৎ কালুরায় ও দক্ষিণরায়, ঘেটু, মাখাল, ষষ্ঠী, মনসা, ও নানাজাতীয় বৃক্ষের সেবক ও উপাসক ও পূজক হইলেন।

যথা। ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপে লোক এই মাত্র জানে।
মনসা মাখাল গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিবহরি পূজে কোন জন।
পাতুলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ইতি চৈতন্যভাগবতং।

এই সকল উপরোক্ত আচার ব্যবহারে প্রজা সকল অজ্ঞান অন্ধকারে মগ্ন হইয়া বিষ্ণু-ভক্তিপথে বিমুখ হইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম-লোপে, পাপে যমালয়ে নরকে পতিত হইতে লাগিল। তখন কৃপানিধান শ্রীমান ব্রহ্মা পিতামহ মহাশয় নিজ প্রজাদিগের দুর্গতি শুনিয়া, ও দেখিয়া প্রজা পরিত্রাণার্থ শ্রীভগবান মধুসূদনকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যথা—

শ্রুত্বাতু কলিধর্ম্মাংস্তান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় প্রোবাচ মধুসূদনং॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বধুনীপরিবারিতে॥
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥

কৃষ্ণচৈতন্যঃ গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রো গৌরহরিঃ।
শচীসুতঃ প্রভুর্গৌরঃ নামানি ভক্তিদানিমে॥ ইত্যাদি

ইত্যানন্তসংহিতায়াং ৫৭ অধ্যায়।

পিতামহ ব্রহ্মা কলির দৌরাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, গৌড়-দেশের প্রজাদিগের হিতার্থে শ্রীমধুসূদনকে লোক উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীভগবান তদুত্তর করিলেন। যে আমি নিজ পরিকর সহিতে শচীগর্ভে নবদ্বীপে গৌড়-দেশের নূতন প্রজাদিগের পরিত্রাণ করিতে প্রকট হইব। কালক্রমে ক্ষত্রিয় রাজা বিহীনে প্রজাদিগের বিষ্ণুধর্ম্মে গ্লানি যাহা হইয়াছে তাহাকে পুনস্থাপনা করিব, অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি—ধর্ম্মস্থাপনে হরিভক্তিপ্রদানে বর্ণধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও যাগযজ্ঞ দানব্রত তপস্যা তাবৎ সৎকর্ম্ম স্থাপনা হইবে। কৃষ্ণ, চৈতন্য, গৌরাঙ্গ, শচীসুত, হরিভক্তিপ্রদ ইত্যাদি আমার নাম হইবে।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা।

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, ভারতে তখন তখন ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে আমি প্রকট হইয়া থাকি, সাধুদিগের ত্রাণ করিয়া দুরাত্মাদিগের দমন করি।

উপরোক্ত শাস্ত্রানুসারে এই গৌড়রাজ্য যবনাধিকার হইল, পরে, ১৪৭ বৎসর গত হইলে, বাঙ্গালা ৭৫৭ সনে,

সম্বৎ ১৪০৭ সালে, ইংরাজী ১৩৫০, গৌড়দেশে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্ম হইল। ইহাঁর প্রকটের সমকালীনে অনেক অহিংস্রক ধর্ম্মবক্তা পণ্ডিত বেদ, পুরাণ ও স্মৃতি শাস্ত্র সকল প্রকট করিয়া, হরিভক্তিশক্তি প্রবলে গৌড়গণ-দিগকে পবিত্র করিলেন। ইহাঁর জন্মের প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ীয় লোক সংগৃহীত, গৌড়ীয়ভাষায় ও অক্ষরে কোন কবিতা ও কোন গ্রন্থ লেখা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু লিখিত ও পঠিত বিদ্যা তৎকালে রাজাবিহীনে লোপ হইয়াছিল, এজন্য ধর্ম্মগ্লানি হইয়া ব্রহ্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগের সংস্কার ও উপবীত চিহ্ন পরিত্যাগ হইয়া ইহাঁরা ব্রাত্য হইয়া প্রায় ৬০০ বৎসর রহিয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত এই গ্রন্থের ব্যবস্থা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃসংস্কার করিলেই সংস্কৃত ক্ষত্রিয় হইবেন, এবং পিতৃ লোকদিগের তর্পণেও পিণ্ডদানে অধি-কারী হইবেন। যে ব্যক্তি যে জাতি হয়েন, তাঁহার বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, সাহস ও পরাক্রম এবং তেজ ও বীর্য্য ও উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ ও জাতির নিশ্চয় হয় যথা—

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥

ইতি মনু, ১০ অধ্যায়, ৫৭ শ্লোক।

আপন আপন বর্ণ ও জাতি কেহ লুক্কায়িত করিতে পারেন না। যেমন এক ব্যক্তি জন্মে নীচবর্ণ অথবা বর্ণশঙ্কর নীচ কিন্তু লোকে তাঁহাকে না জানিয়া উত্তমবর্ণের সন্তান উৎকৃষ্ট কহে। ফলতঃ তিনি উত্তম জাতি নহেন কারণ তাঁহার নিজকৃত লঘু ও নিন্দিত আচার ও ব্যবহার কর্ম্মের

দ্বারা তাঁহাকে নীচবর্ণ করিয়া নিশ্চয় করিবে। অতএব ব্রহ্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয় তেজস্বী বীর্য্যবান্ মহাশয়দিগের লক্ষণে ও পরাক্রমে ও রজোগুণ প্রাধান্যে ও ক্রূর ও উপদ্রবী স্বভাবে ক্ষত্রিয়বর্ণ পরিচয় হয়। যেহেতু ইহাঁদিগের প্রায় কাহারো দুর্ব্বল হৃদয় নয়, প্রায় সকলেই শাস্ত্রে ও অস্ত্রে যাগযজ্ঞে দানে রণে পণে প্রাড্‌বিবাক কর্ম্ম করণে উদ্যোগী হয়েন। অতএব আমাদিগের এই প্রার্থনা যে ব্রহ্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয় মহাশয়েরা বিপক্ষদিগের বিতণ্ডায় শাস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধে ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মে কেহ দুর্ব্বলহৃদয় হইবেন না। যথা—

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

শ্রী ভগবদ্গীতা স্মৃতি।

হে ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়, এই যুদ্ধ বিষয়ে ভয়ে কাতর হইয়া দুর্ব্বল হৃদয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্ম নহে। অতএব অতি তুচ্ছ মনের কাতরতা ত্যাগ করিয়া উঠ সবে করিতে সমর।

ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ নানা প্রকার চিহ্ন দ্বারা ও নানা শাস্ত্র প্রকাশ দ্বারা ও রাজকার্য্য করণ দ্বারা ও বেদ উপনিষৎ সংগ্রহ করণে এবং নানা প্রকার গ্রন্থ পূর্ব্বাবধি রচনে ও সংগ্রহ করণে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা—

কায়স্থঃ চিত্রগুপ্ত যমবর্ম্মণঃ—ইঁহ ব্রহ্মকায়স্থদিগের আদি পুরুষ বর্ম্মণ মহাশয় বেদের কঠোপনিষৎ ইত্যাদি বক্তা যথা—

যমউবাচ। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোবদিচ্ছতি তস্যতৎ॥

ইতি শ্রুতিঃ।

কায়স্থঃ চিত্ররথ যমপুত্র বর্ম্মণঃ—ইন্দ্রজাল গ্রন্থ ইত্যাদি বক্তা যথা—

ইন্দ্রপ্রীত্যা চেদিপতিশ্চ কারেন্দ্র মহঞ্চসঃ।

ইতি মহাভারতং।

কায়স্থঃ শ্রীবাস্তব শ্রীবৎস বর্ম্মণঃ—মন্ত্রকারক মন্ত্র ইত্যাদি বক্তা যথা—

ভনন্দশ্চৈব ভৎসশ্চ, শ্রীবৎসশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
এতে মন্ত্রকৃতোজ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃস্মৃতাঃ॥

ইতি মৎস্যপুরাণে ১২১ অধ্যায়ঃ।

কায়স্থঃ কায়প্রকাশ বর্ম্মণঃ—বিদ্যানগরের রাজা রাজ-চক্রবর্ত্তী বেদের আর্য্যাছন্দঃ কর্ত্তা ও বক্তা যথা—

হর্ষাশ্রুস্তিমিতদৃশঃ প্রমোদরোমাঞ্চ কঞ্চুকাঞ্চিতদেহাঃ।
আর্য্যাগীতং ভক্তা গায়ন্তি শ্রীপতেশ্চরিতসম্বদ্ধাং॥

ইতি ছন্দো মঞ্জরী।

কায়স্থঃ কুলপ্রদীপ বর্ম্মণঃ—কোষ্ঠীপ্রদীপ ইত্যাদি বক্তা যথা—

আসীৎকুলপ্রদীপোত্র যত্র জন্মফলাফলং।

ইতি প্রদীপ।

কায়স্থঃ অমরসিংহ জৈনেন্দ্র বর্ম্মণঃ—অমরকোষ ইত্যাদি গ্রন্থবক্তা ও ব্যাকরণের টীকাকর্ত্তা।

ইতি অমরকোষঃ।

কায়স্থঃ দুর্গাদাস সিংহ বর্ম্মণঃ—বেণীসংহার নাটককর্ত্তা।

ইতি বেণীসংহার নাটক।

কায়স্থঃ ভট্টনারায়ণ সিংহ } বৈষয়িক এবং ন্যায়শাস্ত্রের
কায়স্থঃ ব্রজরাজসিংহ বর্ম্মণঃ } টীকাকার।

ইতি বৈষয়িক ভাষ্য।

কায়স্থঃ সর্ব্ববর্ম্মা বর্ম্মণঃ—কলাপ ব্যাকরণকর্ত্তা।

ইতি কলাপ।

কায়স্থঃ পদ্মচন্দ্র রায়বর্ম্মণঃ—ত্রিভুক্তি দেশের রাজা অমর-কোষের টীকাকার।

ইতি রাজমুক্তাবলী।

কায়স্থঃ মাণিকচন্দ্র রায়বর্ম্মণঃ—অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার।

ইতি অলঙ্কার টীকা।

কায়স্থঃ মহারাজ শৃঙ্খলঃ } গণনাবিদ্যা ও অঙ্কবিদ্যা ও
অর্থাৎ শুভঙ্করনামে খ্যাত } বীজগণিত বিদ্যা বক্তা।

ইতি অঙ্কবিদ্যা।

কায়স্থঃ বসু রামানন্দ গোস্বামী বর্ম্মণঃ—জগন্নাথমঙ্গলকর্ত্তা।

ইতি জগন্নাথমঙ্গল।

কায়স্থঃ রসিকানন্দ গোস্বামী বর্ম্মণঃ—বিন্দু প্রকাশক।

ইতি বিন্দুঃ।

কায়স্থঃ রায় রামানন্দ গোস্বামী বর্ম্মণঃ—ভক্তি প্রকাশক।

ইতি ভক্তিশাস্ত্র।

কায়স্থঃ রঘুনাথদাস গোস্বামী বর্ম্মণঃ—সাধন চতুষ্টয় বক্তা।

ইতি ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

কায়স্থঃ ত্রিলোচনদাস ঠাকুর বর্ম্মণঃ—চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকর্ত্তা।

ইতি চৈতন্যমঙ্গল।

কায়স্থঃ সতানন্দরায় ঠাকুরবর্ম্মণঃ—ভাস্বতী ইত্যাদি জ্যোতিষ-কর্ত্তা।

ইতি ভাস্বতী।

কায়স্থঃ কাশীরাম দেববর্ম্মণঃ—মহাভারতের ভাষ্যকর্ত্তা।

ইতি মহাভারতীয় পয়ার।

কায়স্থঃ কৃষ্ণদেবগণ বর্ম্মণঃ—চিদানন্দ মন্দাকিনী নামে এক সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাধ্যক্ষ ছিলেন, এই গ্রন্থে অনেকানেক শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন।

ইতি চিদানন্দ মন্দাকিনী।

কায়স্থঃ বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বর্ম্মণঃ—বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থকর্ত্তা ঐ গ্রন্থের বচন, যথা—

তদাত্মজো রামহরি বিশ্বাসো বিশ্ববিশ্রুতঃ।
দানেন তপসাচৈব গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
"শিবঃ কাশী, শিবঃ কাশী, কাশী কাশী শিবঃ শিবঃ।"
ইতি জপ্ত্বা শিবস্যাগ্রে স্বেচ্ছয়া মুক্তিমাপ্তবান্।
তৎসুতঃ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসো বিজ্ঞসম্মতঃ।
ভূপো ভূপাগ্রগণ্যশ্চ শাস্ত্রবিদ্ধার্ম্মিকঃ ক্ষমী॥

ইতি প্রাণকৃষ্ণবৈষ্ণবামৃত।

কায়স্থঃ শ্রীমান রাজা রাধাকান্ত দেববর্ম্মণঃ—শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা, এবং এই অভিধানে রাজা প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

তস্য উক্তং। অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারোস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেনোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ॥ ইত্যাদি।

ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

এই পণ্ডিতরাজের জন্ম, যে বৎসরে যে দিনে সপ্ত ঋষি চিত্রা নক্ষত্রের ভোগাবসানে তুলারাশি ও স্বাতী নক্ষত্রে গমন ও অধিকার করিলেন, তৎকালে ঐ মহারাজার জন্ম তদধিষ্ঠাতৃদেবতা এক তুলাধারী পুরুষদেব। তত্র জাতস্য ফলং।

বক্তা বিদ্যাবরঃ সুধীঃ সৎকর্ম্মে তৎপরঃ।
ধনাঢ্যঃ বিদ্বান মান্যো ধন্যো নরেশ্বরঃ॥
ক্ষত্রবর্ণঃ শ্রীমান পুমান দ্বিজসুরার্চ্চনঃ।
গ্রন্থকর্ত্তা শাস্ত্রবেত্তা বক্তা শ্রুতিবিচক্ষণঃ॥

ইতি জ্যোতিষং।

কায়স্থঃ শ্রীমান মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর বর্ম্মণঃ—বানর্য্যষ্টক ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা। শ্রুতি, স্মৃতিঃ প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তা! গ্রন্থকর্ত্তার উক্ত বচনং যথা—

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকং।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥

ইতি বানর্য্যষ্টকং।

অর্থাৎ বৈদ্য মদ্যপ, বৈশ্য বানিজ্যে অপটু, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানহীন, ক্ষত্রিয়কায়স্থ যুদ্ধে কাপুরুষ, অশ্ব গতিরহিত, ভ্রমক বুদ্ধিহীন, ক্ষত্রিয়রাজা কুমন্ত্রীপরিবৃত, রাজধানীর অপরিচ্ছেদ, স্ত্রী যৌবনগর্ব্বিতা ও পরপুরুষগামিনী হয়েন, ইহাদিগকে পণ্ডিতেরা শীঘ্র ত্যাগ করেন।

কায়স্থঃ শ্রীমান বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক বসু বর্ম্মণঃ কানবংশজ কুলদীপক। আন্দুলাধিপতি। শব্দকল্পলতিকা নামাভিধান অর্থাৎ অমরার্থ মুক্তাবলী কর্ত্তা। যথা পয়ার।

শব্দকল্পমহীরুহে কোষশাখাময়।
কিসলয় কবিতা তাহাতে সুশোভয়॥

ইতি শব্দকল্পলতিকা।

শব্দকল্পতরঙ্গিণী নামাকোষ কর্ত্তা, তস্য ছন্দঃ যথা—

রাজ্যং যদাক্রান্তমিদং পুরা বৈ ভূপৈঃ
সুশোভনয়, নংযবনৈঃ সমাসীৎ ইত্যাদি।

শব্দকল্পতরঙ্গিণী।

কায়স্থ হিতার্ণবনামা গ্রন্থকর্ত্তা। তস্য পদ্ধতিঃ যথা—

"অনেক ব্যবহারস্থা বৈশ্যাঃ সন্তি চ তত্র বৈ,
তেষামুত্তমতা জাতৌ কায়স্থাক্ষরজীবিনৌ।
ভবন্তৌ বৈশ্যবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।"

ইতি কায়স্থহিতার্ণবঃ।

এই মহামহিম বর্ম্মণ বসু বাবু, গুণসাগর, গুণাকর ও নানাবিধ গ্রন্থকার কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর হয়েন।

কায়স্থ শ্রীমান কাশীনাথ বসু বর্ম্মণঃ।—জ্ঞানাঞ্জন যুক্তি-যুক্ত প্রকরণকর্ত্তা, তস্য পয়ারপদ্ধতি যথা—

চিত্রগুপ্তবংশজাত নাম যার কাশী।
গৃহস্থ ধর্ম্মেতে সদা ছিলেনাভিলাষী॥
আত্মতত্ত্ব বিচার করয়ে কোন জনে।
ঐ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক কাশী মনে॥

ভগবৎভক্তি শাস্ত্র দর্শন বেদান্ত।
সংহিতা পুরাণ স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিতান্ত॥

ইত জ্ঞানাঞ্জনঃ।

কায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র বর্ম্মণঃ।—নির্গুণ-স্তোত্র প্রকাশকর্ত্তা, যথা—

শাশ্বত মভয় মশোক মদেহং
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্ময় শান্তমতে পরমেশং
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং॥

ইতি নির্গুণস্তোত্রং।

কায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচরণ মিত্র বর্ম্মণঃ।—বেদান্তসূত্র ভাষ্যকর্ত্তা।

ওঁতৎসৎ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

ইতি বেদান্তসূত্রং।

কায়স্থ শ্রীমান কৃষ্ণরাম মিত্র বর্ম্মণঃ।— ভবানীপুরনিবাসী যশস্বী মৃত বলরাম মিত্রের মধ্যম ভ্রাতা, কৃষ্ণরাম মিত্র কৃত নয়নগ্রন্থ অতি সুকোমল কবিতা।

কায়স্থঃ শ্রীমান গৌরচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণঃ—উক্ত কৃষ্ণরাম মিত্রস্য দৌহিত্র কলিতত্ত্ব-প্রকাশকর্ত্তা।

কায়স্থঃ শ্রীমান গোপাললাল মিত্র বর্ম্মণঃ,—জ্ঞানচন্দ্রিকা ও কৌস্তুভতরঙ্গিণী ও ভারতবর্ষ-ইতিহাস, ও শব্দরত্নাবলী অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা।

পূর্ব্বোক্ত কায়স্থক্ষত্রিয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা সকলেই গ্রন্থকর্ত্তা প্রণবব্যাহৃতিগায়ত্রীজ্ঞাতা হয়েন।

ব্রহ্ম-কায়স্থঃ।

দক্ষিণরাঢ়ীয়োত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজাখ্যাঃ এতেষাং ক্ষত্রিয় বর্ণ, ইতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ-মীমাংসনীয় ব্যবস্থা অত্র গ্রন্থে সপ্রমাণার্থে দিয়াছেন। যথা—

প্রথম ব্যবস্থা।

এতে ব্রহ্মকায়স্থঃ ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ। তেচোত্তমকায়স্থা বিষ্ণুবসুগণদেবতাঃ চিত্রগুপ্তসমবংশজাঃ। এতদ্ভিন্না বৈশ্যেন শূদ্রেন বা শূদ্রায়াং করণাঃ জাতাশ্চ, তেচ ন চিত্রগুপ্তসমবংশজাঃ, শূদ্রজাতয়শ্চাধমাঃ, দেশবিশেষে তেষাং বহুনি নামানি, যথা, করণকায়স্থঃ, মধ্যশ্রেণীকায়স্থঃ শূদ্রকায়স্থেন প্রসিদ্ধ এব। ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণাঃ। "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তেহি স্বজাতয়ঃ।"

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য।

"এবং হত্বার্জ্জুনং রাম সন্ধায় নিশিতান্ শরান্,"
ইত্যুপক্রম্য সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দালভ্যং সমাযযৌ।
ততোরামঃ সমায়াতো দালভ্যাশ্রম মনুত্তমং,
পূজিতো মুণিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘাচমনাদিভিঃ।
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজন মাদরাৎ,
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথম্।
যাচয়ামাস রামশ্চ কামং দালভ্যো মহামুনিঃ,
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা।
ভোজনানন্তরং দাল্ভ্যঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিংপ্রতি।
যত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি॥

রাম উবাচ।

ত্বদাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী-সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দালভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি বরমীপ্সিতং॥

দালভ্য উবাচ।

স্ত্রিয়ং গর্ভ মমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততোরামোঽব্রবীদ্দালভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তত্ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃ সুতাঃ।
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমং॥
নির্জগামাশ্রমাত্তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া সদাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্‌ বহিস্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মবিধিনা চিত্রগুপ্তশ্চয়ঃ স্মৃতঃ॥
তদ্‌গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দালভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্‌।
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥

ইতি স্কন্দপুরাণং।

ইতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং প্রথম-ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়-ব্যবস্থা।

এতদ্দেশীয় মনূক্ত ব্রহ্মকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়তয়া বৈধকর্ম্মাভিলাপে ত্রাতৃবর্ম্মান্তং নাম প্রযোজ্যং, যথা—

"শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রশ্চ, বর্ম্মত্রাতাচভূভুজঃ"

ইতি চিত্রগুপ্ত যমবচনাৎ।

অপিচ "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ,বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যতু"

ইতি শাতাতপবচনাচ্চ।

(রায়বর্ম্মান্তং বা)

"ব্রাহ্মণে দেবশর্ম্মাণৌ, রায়বর্ম্মাচ ক্ষত্রিয়ে।
ধনোবৈশ্যে তথা শূদ্রে দাস শব্দঃ প্রযুজ্যতে॥"

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণবচনাৎ।

ততঃ স্ত্রীভিস্তু দেব্যন্তংনাম প্রযোজ্যং। "দেব্যন্তা হি স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ।"

ইতি উদ্বাহতত্ত্বধৃতবচনাৎ।

"স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ কথ্যতে।
দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ॥"

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণবচনাচ্চ।

ইতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং দ্বিতীয়-ব্যবস্থা।

তৃতীয়-ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়ৈব কৃতব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তৈরপি বৈধকর্ম্মাভিলাপাদি বাক্যে ত্রাতৃবর্ম্মান্তং নাম ওঁকারযুক্তং প্রযোজ্যং।

ইদানীন্তনৈঃ পূর্ব্বতনৈশ্চ প্রোক্তকায়স্থৈঃ দাসপদোল্লেখেন যদ্‌যৎকর্ম্ম কৃতং বাক্যব্যত্যয়-রূপাঙ্গ - ভঙ্গোদিত - তত্তৎকর্ম্ম সিদ্ধমেব।

প্রধানস্য ক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ। তদঙ্গস্যা-ক্রিয়া যাস্তু নাবৃত্তির্নচ তৎক্রিয়েতি ছন্দোগপরিশিষ্টে ইতি সতাংমতং।

ইত্যুপনিষদঃ।

ইতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং তৃতীয়-ব্যবস্থা।

চতুর্থ-ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সংপ্রামাণিকৈব অধিকন্তু ইতি ন্যায়ে-নাস্মাভিস্তু প্রমাণান্তরমপ্যত্রুল্লিখ্যতে। ইত্যপি দাসাদি-পদোল্লেখেন কৃতং শ্রাদ্ধার্চ্চনাদিকং কর্ম্ম সিদ্ধমেব। দৈব-কর্ম্ম ততঃ পিতৃকর্ম্মচ লক্ষ্যানুসারে তথা শ্রীবিষ্ণুস্মরণেকেন সম্পূর্ণাভবন্তু। যথা শ্রীকৃষ্ণে জীবিতে তদ্বান্ধবাশ্চ দ্বারকামা-গত্য হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ। তৎকালোচিত মখিল মুপরত ক্রিয়াকলাপঞ্চক্রুঃ। তত্রচাস্য যুদ্ধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধয়া দত্তবিশিষ্টপাত্রোপযুক্তান্নাদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টি রভূ-দিতি। বান্ধবকৃত শ্রাদ্ধেন যথা জীবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বল—প্রাণপুষ্ট্যভিধানেন তচ্চ শ্রাদ্ধং সিদ্ধমিত্যভিহিতং।

ইতি বিষ্ণুপুরাণঃ স্যমন্তকোপাখ্যানং।

অপিচ। অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা,
যঃস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।
যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ,
তৎসর্ব্বমক্ষয়ং দেব শ্রীগোবিন্দপ্রসাদতঃ।
নেহাতি ক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে,
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥

ইতি স্মৃতিঃ।

ইতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং চতুর্থ-ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপত্রিকায় যে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল, পাঠকমহাশয়েরা দৃষ্টিপাত করিবেন।

পীতাম্বর তর্কভূষণ—নিবাস বিল্বপুষ্করিণী। ইনি মহামহোপাধ্যায়, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা এবং নানাগ্রন্থ প্রকাশকর্ত্তা।

নবকুমার বিদ্যারত্ন—নিবাস আন্দুল। এই স্থানে ইহাঁর চতুষ্পাঠী, অর্থাৎ চতুর্ব্বেদাধ্যাপক এবং ধর্ম্মরাজ সভার ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন—নিবাস আন্দুল। এই স্থানে ইহাঁর চতুষ্পাঠী, অর্থাৎ চতুর্ব্বেদাধ্যাপক এবং ধর্ম্মরাজ সভার ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

রাজচন্দ্র ন্যায়ভূষণ—নিবাস আন্দুল। এই স্থানে ইহাঁর চতুষ্পাঠী, অর্থাৎ চতুর্ব্বেদাধ্যাপক এবং ধর্ম্মরাজ সভার ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্ন—নিবাস কলিকাতা, রাজার বাগান। ইনি মহামহোপাধ্যায় এবং মহারাজ কালীকৃষ্ণ দেব, অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব, যাদবকৃষ্ণ দেব, কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কৃষ্ণাত্মজ কৃষ্ণবংশজ, চন্দ্রক চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাধিরাজদিগের সভাসদ্ সভাপণ্ডিত।

মদনমোহন ন্যায়রত্ন—নিবাস আন্দুল। ইনি মহামহোপাধ্যায় এবং আন্দুলাধিপতি ধর্ম্মরাজের সভার সভ্য।

প্রেমচাঁদ তর্কপঞ্চানন—নিবাস দ্বারহাটা। ইনি বিজ্ঞবর, প্রাজ্ঞ, স্মার্ত্ত, স্মৃতি এবং ন্যায় দর্শনের অধ্যাপক।

কালীশঙ্কর বিদ্যাভূষণ—নিবাস উত্তরপাড়া, ইনি মহা-মহোপাধ্যায়।

জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার—নিবাস উত্তরপাড়া, ইনি মহা-মহোপাধ্যায়।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—নিবাস কলিকাতা ঠনঠনিয়া, ইহাঁর চতুষ্পাঠী এই নগরে, ইনি অতি বিচক্ষণ মহামহো-পাধ্যায় ষড়দর্শন-দর্শক।

তারাচাঁদ তর্কবাগীশ—নিবাস কোন্নগর, ইহাঁর চতু-ষ্পাঠী এই নগরে, ইনি অতি বিচক্ষণ মহামহোপাধ্যায় ষড়্-দর্শন-দর্শক।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—নিবাস বহড়া, ইহাঁর চতুষ্পাঠী এই নগরে, ইনি অতি বিচক্ষণ মহামহোপাধ্যায় ষড়দর্শন-দর্শক।

নবকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি—নিবাস কোন্নগর, ইহাঁর চতু-ষ্পাঠী এই নগরে, ইনি অতি বিচক্ষণ মহা মহোপাধ্যায় ষড়-দর্শন-দর্শক।

বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্কার—নিবাস বাঁকুড়া সোণামুখী গ্রামে, ইনি মহামহোপাধ্যায় সুপণ্ডিত, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহা ভাগ-বতবেত্তা।

রামগোপাল তর্কপঞ্চানন—নিবাস শ্রীরামপুর। ইনি মহা-কবি, তর্কশাস্ত্রবেত্তা।

ঈশ্বরচন্দ্র তর্কভূষণ—নিবাস কোণা। ইনি শিক্ষাকল্প নিরুক্তছন্দঃ ব্যাকরণ, জ্যোতিষবেত্তা।

রামচরণ তর্কপঞ্চানন—নিবাস সালিখা। ইনি বিজ্ঞবর, শ্রুতিধর, গুণগ্রাহক গুণাকর।

দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাবাচস্পতি—নিবাস শিবপুর। ইনি ন্যায় জ্যোতিষ, ব্যাকরণ নানা অভিধান প্রাচীন স্মৃতি ও নানা যজ্ঞপ্রকরণবেত্তা।

রাধামোহন বিদ্যালঙ্কার—নিবাস বর্দ্ধমান। ইনি ব্যাকরণ, অভিধান, ভট্টী নাটক স্মৃতি পুরাণ জ্যোতিষ, ন্যায় দর্শনবেত্তা, এবং বর্দ্ধমানের মহারাজের রাজসভার পণ্ডিতাধ্যক্ষ।

হরিনাথ ন্যায়ভূষণ—নিবাস শিবপুর। ইনি পণ্ডিত-চূড়ামণি, ন্যায় অলংকার স্মৃতি, সংহিতা, গীতা, প্রভৃতি শাস্ত্র সকল ইহাঁর কণ্ঠস্থিত।

মধুসূদন তর্কবাগীশ—নিবাস সালিখা। ইনি পণ্ডিত চূড়ামণি, ন্যায় অলঙ্কার স্মৃতি, সংহিতা, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র সকল ইহাঁর কণ্ঠস্থিত।

ঈশানচন্দ্র তর্কচূড়ামণি—নিবাস কোদালিয়া। ইনি পণ্ডিত চূড়ামণি, ন্যায় অলঙ্কার স্মৃতি, সংহিতা, গীতা প্রভৃতি সকল ইহাঁর কণ্ঠস্থিত।

গৌরীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত—নিবাস বলাগড়। ইনি পণ্ডিত চূড়ামণি, ন্যায় অলঙ্কার স্মৃতি, সংহিতা, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র সকল ইহাঁর কণ্ঠস্থিত।

ইনি বুধতুল্য পণ্ডিত-বিশারদ নানাশাস্ত্রে বিদগ্ধ।

রামধন শিরোমণি—নিবাস খটিরা—ইনি বুধতুল্য পণ্ডিতবিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—নিবাস আঁটপুর। ইনি বুধতুল্য পণ্ডিতবিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

পীতাম্বর চূড়ামণি—নিবাস মহীবাটীইনি। বুধতুল্য বিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

মধুসূদন তর্কালঙ্কার -নিবাস মিহরপুর। ইনি বুধতুল্য পণ্ডিতবিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত—নিবাস শিবপুর। ইনি বুধতুল্য পণ্ডিতবিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

কৈলাসনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ—নিবাস শিবপুর। ইনি বুধতুল্য পণ্ডিতবিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

লক্ষ্মণচরণ তর্কসিদ্ধান্ত—নিবাস ভবানীপুর। ইনি বুধতুল্য পণ্ডিতবিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

রামগোপাল তর্কালঙ্কার—নিবাস ঝাপড়দহ। ইনি বুধতুল্য পণ্ডিতবিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি—নিবাস বেগমপুর। ইনি বুধতুল্য পণ্ডিতবিশারদ, নানাশাস্ত্রে বিশারদ।

অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার—নিবাস জনাইবাক্সা। ইনি অতি তীব্রমতি, মহামহোপাধ্যায়, তর্কে পণ্ডিত।

হলধর তর্কচূড়ামণি—নিবাস ভাটপাড়া। ইনি মহামহোপাধ্যায় ব্রহ্মঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশের গুরুকল্পতরু।

রামরত্ন বিদ্যালঙ্কার—নিবাস কলিকাতা হোগোলকুঁড়া। ইহার চতুষ্পাঠী এই হোগোলকুঁড়েতে এই মহাশয়ের বয়ঃ-

ক্রম প্রায় শতবর্ষ হইবে, ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায়।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—নিবাস নারিকেলডাঙ্গা; ইনি সংস্কৃতকালেজের পণ্ডিতচূড়ামণি গুণাকর, বিদ্যাধর, শাস্ত্রে শূলপাণি।

শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ—নিবাস বংশবাটী। ইনি তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক, মহামহোপাধ্যায় নানাশাস্ত্রে দর্শক।

শ্রীধর ন্যায়রত্ন—নিবাস ইলছবামোলনাই। ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজের পাঠশালার পণ্ডিত।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রশাস্ত্র-অধ্যাপক
গুণী, মানী, জ্ঞানী, তত্ত্ববেত্তা, সাধক।

শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ—নিবাস মাহেশ। ইনি অতি বিচক্ষণ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহাঁর পারদর্শিতা আছে।

রাজন্য বর্ম্মণদিগের নাম।

মহারাজা রাজনারায়ণ রায় বর্ম্মণ—নিবাস আন্দুল। ইনি ধর্ম্মরাজ তুল্য যমবংশজ যমাংশে প্রকট হয়েন, কারণ অবতরণের লক্ষণ এই। যথা—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

ইতি গীতা।

অতএব ধর্ম্মরাজ যম তাঁহার বংশজ সন্তানদিগের স্বীয় বর্ণ ধর্ম্মের মহাগ্লানি গৌড়দেশে দেখিয়া করকিরণবংশে

অংশে যম মহাশয় বুঝি অবতরণ হইয়াছেন, এই অভিপ্রায়ে যেহেতু কুলধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইলে স্ববংশে পিতৃলোক সহিতে নরকে বাস করিতে হয়। যথা—

উৎসন্ন কুলধর্ম্মানাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥
ইতি গীতা।

এই মহাত্মা রাজার পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণদেশাধিপতি মহারথী শ্রীমান দক্ষিণকর খাঁ নামে প্রথম পর্য্যায় ছিলেন, ইনি বসু পুরন্দর খাঁর দৌহিত্র ইহার বিংশতি পর্য্যায় মহারাজা রামচরণ রায় বাহাদুর চতুঃসহস্র অশ্বপতি এবং পঞ্চহাজারি মুন্সবি পদাভিষিক্ত ছিলেন। তস্য পুত্র একবিংশতি পর্য্যায় মহারাজা রামলোচন রায় বাহাদুর দ্বিসহস্র অশ্বপতি এবং সেহাজারি মুন্সবি পদাভিষিক্ত ছিলেন। তস্য পুত্র দ্বাবিংশতি পর্য্যায় মহারাজা কাশীনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন, তস্য পুত্র ত্রয়োবিংশতি পর্য্যায় মহারাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর হয়েন।

বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক বসুবর্ম্মণ—নিবাস আন্দুল, ইনি গুণিগণাগ্রগণ্য গুণগ্রাহক ধন্য। ইনি ব্যাকরণ, অভিধান, নানা অলঙ্কার, ভট্টী, নাটক, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ইত্যাদি নানা শাস্ত্রবেত্তা ধর্ম্মবক্তা নানা গ্রন্থকর্ত্তা, ইনি আদৌ কায়স্থ হিতার্ণব নামক গ্রন্থপ্রকাশে কায়স্থ ক্ষত্রিয় কুলদীপক হয়েন।

বাবু বিশ্বচন্দ্র মিত্র—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া—ইনি চন্দ্রবংশজ-কায়স্থ-ক্ষত্রিয়-কুলাগ্রজ, ইনি শ্রীমান দেবান্

দুর্গাচরণ মিত্র-চন্দ্রক-নবরঙ্গকুলে কৌলিকস্য পৌত্র হয়েন সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, মহামান্য, জগদ্‌বিদিত হয়েন। কায়স্থ কুলাগ্রজ সমাজরাজ।

বাবু গুরুচরণ দেববর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা কুমারটুলী। ইনি দৈবত-নক্ষত্রবংশজ, মহা সভ্য, সমাজে অগ্রজ, রাজন্য-কুলে মূলে মুকুলে ফুলেফলে বিরাজঃ রাজঃ। ইহাঁর পূর্ব্ব নবম পুরুষ শ্রীমান্ কুলানন্দ দেব দিল্লীশ্বরের রাজকার্য্যে গৃহকার্য্যে বাণিজ্যকার্য্যে অর্থাৎ নানা কার্য্যের অধ্যক্ষতার ও কর্ত্তৃত্বের পদ প্রাপ্ত হওয়াতে ইহাঁর পদবী মজুমদার হইয়াছিল, ঐ মজুমদার মহাশয়ের বংশজ শ্রীমান দেবীদাস দেব মজুমদার মহাপুণ্যাত্মা-মহাত্মার কীর্ত্তি এক জলাশয়, হুগলীর পশ্চিমাংশে "দেবীদাস তলাও" নামে লোকে অদ্যাপি কহে। ঐ স্থান পূর্ব্বে তীব্র সূর্য্য কিরণ-তাপে তাপিত হেতু পর্য্যটকদিগের জলাভাবে ও শস্যাভাবে মহা ক্লেশ হইত, ঐ দেব মহাত্মার দৈববলে হিমাংশু কৃপায় হিম পতনে অর্থাৎ বরফ পতনে ঐ স্থান সুশীতল হইল।

বাবু গোপাললাল মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা চোর-বাগান। ইনি নানা গ্রন্থকর্ত্তা, যথা—

ভারতবর্ষউপাখ্যান, জ্ঞানচন্দ্রিকা জ্ঞানদান,
শব্দরত্নাবলী অভিধান।
কৌতুকতরঙ্গিনী, বিদগ্ধমোহিনী,
চত্বার গ্রন্থচারু চরিত্র প্রধান॥

বাবু হরিমোহন সোম বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা ডিঙ্গে-

ভাঙ্গা। ইনি কায়স্থ-তত্ত্ববেত্তা, সুশীল, সভ্য, সুবক্তা, এবং নানা বিদ্যাধ্যাপক হয়েন।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তর। ইনি মহামতি, ধনপতি, কবি-ভারতী নামে নন্দন* নগরে ইঁহার খ্যাতি। ইনি ভারতীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হয়েন, এবং মহাধর্ম্মিষ্ঠ, পৌত্তলিক নহেন।

কবিবর, কবিকর, রাজবিদ্যায় তৎপর. মহাজ্ঞানী গুণের সাগর,
ভূগোল খগোল পাঠ্য, প্রাচীনান্বেষণ জ্যোতিষ,
বামলশাস্ত্রে হয়েন তৎপর।

বাবু আনন্দচন্দ্র বসু বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা শিমুলিয়া। ইনি ২৪ পরগণার লবণ দপ্তরের দেবান্, রাজবিদ্যায় ও পারস্য বিদ্যায় বিদ্বান হয়েন। মহাসভ্য, গণনীয়, পণ্ডিত, সুধীর, মহাশয়, বিচক্ষণ।

বাবু আনন্দচন্দ্র বসু বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা গরাণ-হাটা। ইনি কর্ম্মিষ্ঠ, ধর্ম্মিষ্ঠ, কুলশ্রেষ্ঠ হন।

বাবু মহেশচন্দ্র বসু বর্ম্মণ-নিবাস কলিকাতা ঠনঠনিয়া। ইনি স্বধর্ম্মে তৎপর,বিজ্ঞবর,ধনে, জনে, কুলে,শীলে, মান্যবর হয়েন।

বাবু জয়গোপাল ঘোষ বর্ম্মণ—কলিকাতা ঠনঠনিয়া।

ইনি স্বীয়কুলে মুখ্য, দক্ষ, দয়াবান।
স্বধর্ম্মপালক, সুধী, কুলের প্রধান॥

বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কোন্নগর।

ইনি তেজস্বী, ধার্ম্মিক, অতি সভ্য, সুধীর।
মহামতি, মহারথী, স্বভাব, সুস্থির॥

---

* ইংরাজী নাম লণ্ডন।

বাবু শ্রীনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মণ—নিবাস বড়িষা।

ইনি রাজবংশজ, রাজবিদ্যায় ইনি দক্ষ।
বিচারে পণ্ডিত, বুধ, নানা শাস্ত্রে আছে লক্ষ।

বাবু গোলোকচন্দ্র দত্ত বর্ম্মণ—নিবাস আন্দুল।

চতুরঙ্গ, দলপতি, পদে উপাধি চৌধুরী।
ঐ গ্রাম ইহাদিগের পূর্ব্বে জমিদারী॥
পুরুষোত্তম বংশজ, ইনি রাজ সভাসদ্।
সভ্য, ভব্য, মহাশয়, বিদ্যায় বিশারদ॥

বাবু মহেশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া।

শান্ত, শিষ্ট, মিষ্টভাষী, নম্র, মতিমান।
জিন্দরাজ্যের পূর্ব্বে ইনি ছিলেন দেবান॥

বাবু গোপালচন্দ্র দেব বর্ম্মণ—নিবাস পাইকপাড়া।

ইনি অতি ধীর, কর্ম্মিষ্ঠ, শিষ্ট, সভ্য, বিচক্ষণ।
বিদ্যালোচনায় ইহাঁর কালক্ষেপণ॥

বাবু রাজচন্দ্র দত্ত বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া। ইনি এক্ষণে হাটখোলার দত্তবংশজ, অগ্রজ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য হন। আরবী পারসী ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

গম্ভীর, সুধীর, ধার্ম্মিক, ধনপতি।
দলপতি, মহামতি, তুল্য ভূপতি॥

বাবু হরিমোহন দত্ত বর্ম্মণ—নিবাস সিমুলিয়া।

ভারদ্বাজ গোত্রীয়, দত্তাত্রেয় বংশজ।
নানাশাস্ত্র-অধ্যাপক, দত্তকুলাম্বুজ॥

বাবু নিমাইচরণ মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া

ইনি রাজবংশজ, গুণাগ্রজ, নানা গ্রন্থকর্ত্তা, ব্রাহ্ম, ব্রহ্মসভার সভ্য হন।

বাবু ভুবনমোহন মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা চোরবাগান। ইনি রাজবংশজ, সূর্য্যধ্বজ, রজোগুণে রাজন্য, মহামান্য হয়েন।

বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা বহুবাজার।

বাবু বেণীমাধব মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা কুমারটুলী।

বাবু তারিণীচরণ রায় বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা।

,, রাজকৃষ্ণ বসু বর্ম্মণ—কলিকাতা চাবাধোপাপাড়া।

,, কাশীনাথ বসু বর্ম্মণ—নিবাস গোপীনগর।

,, ঈশ্বরচন্দ্র বসু বর্ম্মণ—নিবাস অম্বিকা।

,, মাধবচন্দ্র বসু বর্ম্মণ—নিবাস আড়বেলিয়া।

,, কৈলাসচন্দ্র বসু বর্ম্মণ—নিবাস অম্বিকা।

,, শ্যামাচরণ বসু বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া।

,, গোলোকচন্দ্র দেববর্ম্মণ—নিবাস আড়বেলিয়া।

,, কালীকুমার বসু বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা আড়পুলী।

,, রাজকৃষ্ণ মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কোন্নগর।

,, রাজনারায়ণ গুহ বর্ম্মণ—নিবাস ভাটপাড়া।

,, ঈশানচন্দ্র দত্ত বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া।

,, গুরুদাস ঘোষ বর্ম্মণ—নিবাস শ্রীরামপুর।

,, বীরেশ্বর দত্ত বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া।

,, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা কলুটোলা।

,, হরচন্দ্র বসু বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা জানবাজার।

,, রাধাকৃষ্ণ মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা জানবাজার।

বাবু গুরুদাস ঘোষ বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা জান্‌বাজার।
,, ঈশানচন্দ্র দেববর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা জান্‌বাজার।
,, চণ্ডীচরণ দত্ত বর্ম্মণ—নিবাস দেবানন্দপুর, ইহাঁর মুন্সীপদবী।
,, ঠাকুরদাস বসু বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা জান্‌বাজার।
,, কালাচাঁদ দেব বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা জান্‌বাজার।
,, স্বরূপচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা বহুবাজার।
,, প্রাণকৃষ্ণ মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা বহুবাজার।
,, দেবনারায়ণ দেববর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া।
,, প্রসন্নকুমার মিত্র বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া।
,, গঙ্গানারায়ণ দেব বর্ম্মণ—নিবাস কলিকাতা সিমুলিয়া।
,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণ—নিবাস হুগলী।

উপরোক্ত পঞ্চাশৎ বর্ম্মণ মহাশয়দিগের নাম অত্র গ্রন্থে লিখিত হইল গ্রন্থ বাহুল্য হয় এই জন্য আর আর বর্ম্মণ মহাশয়দিগের নাম আমার কৌস্তুভ-কিরণে চতুর্থ সংখ্যায় লিখিয়া প্রকাশ করিব।

অত্র গ্রন্থে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ, কায়স্থ-শব্দাকরোদ্ভব পদবী দ্বারাও ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা আবু শব্দ হইতে আপা, তৎপরিভ্রষ্টে থাপা,' এই এক ক্ষত্রিয় পদবী নেপালে প্রসিদ্ধ। কায়বলং শব্দ হইতে কবচ, সচ বিরাট কায়স্থিত, এই এক কায়স্থ ক্ষত্রিয় পদবী প্রসিদ্ধ। কান শব্দ হইতে খান, তৎ পরিভ্রষ্টে খাঁ এই এক কায়স্থ ক্ষত্রিয় পদবী প্রসিদ্ধ। কাকুৎস্থ শব্দ হইতে কাম্বা, সচ কায়স্থ, তদুদ্ভব

কর্ণ, কর, এই এক বীরত্ব ক্ষত্রিয়দিগের পদবী প্রসিদ্ধ। কবচী শব্দ হইতে কাগজী, সচ কায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগের এই এক পদবী প্রসিদ্ধ। রাজ্ঞ শব্দ হইতে রায় তস্য স্ত্রী ক্ষত্রিয়াণীরাই ক্ষত্রিয়দিগের এই এক পদবী প্রসিদ্ধ। বাহুজ শব্দ হইতে বাবু, তস্য স্ত্রী বাই, ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াণীদিগের এই এক পদবী প্রসিদ্ধ। বাহু শব্দ হইতে মহাবাহু, সচ যোদ্ধা, বাহাদুর এই এক ক্ষত্রিয় পদবী প্রসিদ্ধ। বর্ম্মণ শব্দ হইতে বর্ম্মা, সচ কবচী কূপ কুণ্ড এই এক ক্ষত্রিয় পদবী প্রসিদ্ধ।

ইতি কায়স্থকৌস্তুভোদ্ধৃত মীমাংসনীয় তৃতীয়
সংখ্যা গ্রন্থ সমাপ্ত।

কায়স্থ-নৃপ হইতে উদ্ধৃত।

কায়স্থজাতীয় ভোজ-গৌরীয় বংশজাত নয় জন নৃপতি পঞ্চশতদশবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন; যথা:—

নাম।			যত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
ভোজ-গৌর	...	...	৭৫
লাল সেন	...	...	৭১
রাজা মাধব	...	...	৫৭
সামন্ত ভোজ	...	...	৪৮
জীনৎ ...	...	...	৬০
পৃথু ...	...	...	৫২
গরার ...	...	...	৪৫
লক্ষ্মণ ...	...	...	৫০
নন্দ-ভোজ	...	...	৫৩
			৫১০

উক্ত মহাত্মাগণ কায়স্থকুলোদ্ভব হইয়া এরূপ সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-মহাশয়েরা অবগত ছিলেন না। পূর্ব্বতন স্বজাতীয় আদি বংশের পরিচয় পাইলে এত নম্রতাভাব—'দাস' 'দাস' বলিয়া পরিচিত ও কর্ম্মকাণ্ড করিতে প্রবর্ত্ত হইতেন না। ইহা অনুমান হইতেছে, প্রায় দুই শত বৎসরাবধি চলিত হইয়া আসিয়াছে, উত্তররাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রই ইহারা 'দাস' শব্দ প্রায় ব্যবহার করেন না, বঙ্গজ মহাশয়দিগের কথা কি বলিব, বিদ্যাসুন্দরে প্রতাপাদিত্যের বিবরণে যেরূপ আছে, তাহাতে কদাচ বোধ হয় না, যে, তাঁহারা 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিতেন।

কায়স্থজাতীয় আদিত্যশূর-বংশীয় একাদশ নৃপতি সপ্তশত চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন ; যথা—

নাম ।	যত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন ।
আদিত্য-শূর*	৭৫
যামিনী-ভান	৭৩
অনিরুদ্ধ...	৭৮
প্রতাপরুদ্র	৬৫
ভূদত্ত	৬৯
রঘুদেব	৬২
গিরিধর	৮০
পৃথ্বীধর	৬৮
সৃষ্টিধর	৫৮
প্রভাকর...	৬৩
জয়ধর	২৩
	৭১৪

* বঙ্গভাষায় ইহার অপভ্রংশে "আদিশূর" সকলে বলিয়া থাকেন ; যাঁহার যজ্ঞে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আহুত হইয়াছিলেন—মধ্যে কায়স্থ মহাশয়দিগের এত দুরবস্থা গিয়াছে যে, শাস্ত্রের ব্যাকরণ পাঠ করিতেও দেবপদবী পরিচয় দিতে ক্ষমতাবান ছিলেন না। ভাগ্যবশতঃ অদ্বিতীয় কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল দেববংশে স্বর্গবাসী রাজা নবকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈকপৌত্র সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশ করিয়া দেবপদবী প্রচার করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার নূতন প্রকাশ নহে, যৎকালীন একজন কায়স্থ-বংশে পঞ্চমবেদ অর্থাৎ মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে প্রকাশ করেন, সে প্রায় ২০০ বৎসর হইল তাহার পরিচয় সেই গ্রন্থে প্রকাশ আছে, শান্তিপর্ব্বে যথা—

"চন্দ্রচূড় পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশিরাম দেব করে পয়ার রচনা॥"

কায়স্থজাতীয় পালবংশীয় দশজন নৃপতি ছয়শত অষ্ট-নবতি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন; যথা।—

নাম।			যত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
ভূপাল	...	...	৫৫
ধীরপাল	...	...	৯৫
দেবপাল	...	..	৮৩
ভূপতিপাল	...	...	৭০
ধনপতিপাল	...	...	৪৫
বিম্বপাল	...	...	৭৫
জয়পাল	...	...	৯৮
রাজপাল*	...	...	৯৮
ভোগপাল †	...	...	৫
জগপাল	...	..	৭৪
			৬৯৮

* ইহাঁর ভ্রাতা ভোগপাল। † ইহার পুত্র জগপাল।

অতএব কি দুঃখের বিষয়, অবস্থাভেদে কত উৎকৃষ্ট হইয়া এত অপকৃষ্ট ঘটনা হইয়াছে। আমারদিগের কায়স্থ বাবুদের এমত সংস্কার আছে যে আমরা কস্মিনকালেও রাজা ছিলাম না, তাহার এক প্রমাণ পাইতেছি। বালকেরদিগের উপদেশচ্ছলে কায়স্থের লক্ষণ কোন আধুনিক সুবুদ্ধি রচনা করিয়াছেন, যথা—

১ বিদ্যাবন্ত, ২ শুচি, ৩ ধীব, ৪ দাতাচ, ৫ পরোপকার, ৬ রাজসেবা, ৭ ক্ষমাশীল।

ইতি কায়স্থ সপ্ত লক্ষণং।

এই সপ্ত লক্ষণের মধ্যে ছয়টি ক্ষত্রিয়ান্তর্গত; রাজসেবা-অর্থ "কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ" কিন্তু রচনাকর্ত্তা যদি জানিতেন যে, অস্মদাদি এক সময়ে রাজবংশ ছিলেন, তাহা হইলে সেবা শব্দটী লিখিতেন না। এই কায়স্থ মহাশয়েরা প্রায় ২০০ বৎসর মধ্যে কত ব্যক্তি কতদূর ক্ষমতাবান ও ক্রিয়াবান ও দাতা হইয়াছেন তাহার এক খানি তালিকা পরে প্রকাশ হইবে।

কায়স্থজাতীয় সেনবংশীয় সপ্ত নৃপতি একশত ছয় বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন ; যথা—

নাম।			যত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
শুকসেন*	...	...	৩
বল্লালসেন	...	...	৫০
লক্ষ্মণসেন	...	...	৭
মাধবসেন	...	...	১০
কেশবসেন	...	...	১৫
সদাসেন	...	...	১৮
নবজী	...	...	৩
			১০৬

* বহুকালাবধি এতদ্দেশে এই প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশে সেন বংশীয় রাজকুল বৈদ্যজাতীয় ; এবং সেই প্রবাদানুসারে ভারত-ইতিহাসলেখক মার্শম্যান সাহেব তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, বৈদ্যজাতিতে বল্লালসেন নামে কোন নৃপতি ছিলেন, কারণ ঐ জাতিতে সেন নামে একটি উপাধি আছে, তজ্জন্য অনেকে ইহাই অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে আইন আকবরী গ্রন্থপ্রমাণে সেই পুরাতন সন্দেহের মূলোচ্ছেদ হইল। জনশ্রুতি আছে, শুকসেন (ইহার অপর একটি নাম বিজয়সেন) শুক-পক্ষ্যাকৃতি সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া, তদুপরি আরোহণ করিতেন, সেই হেতু উপরিউক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। বল্লালসেন (শুক সেনের পুত্র) গৌড়দেশাধিপতি ছিলেন, গৌড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ; এবং সর্ব্বত্র বিখ্যাত কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করেন। ইহার পুত্র লক্ষ্মণসেন, নবদ্বীপাধিপতি ছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে. উপরিউক্ত ভূপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, অতএব বৌদ্ধ শব্দের অপভ্রংশে বৈদ্য শব্দ আখ্যাত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সংগৃহীত কায়স্থ মহাত্মাগণ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক যশোরাশি লাভ করিয়া মহা কীর্ত্তিমন্ত হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছেন ; যথা :—

সূর্য্য বংশ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়।*
রাজা বাণীকণ্ঠ।
,, শ্রীকণ্ঠ।
যশোহর,

চন্দ্রবংশ অর্থাৎ সোম বংশ।

মহারাজ রাজবল্লভ।
ঐ বংশে
রাজা মুকুন্দবল্লভ।
,, গৌরবল্লভ।

দেব বংশ।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর,
রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর,
,, শিবকৃষ্ণ বাহাদুর,
,, গোপীমোহন বাহাদুর,
সার রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, K. C. S. I.
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর,
,, প্রসন্ননারায়ণ বাহাদুর,†

কর বংশ।

রাজা রামলোচন রায়।
,, কাশীনাথ রায়।
,, রাজনারায়ণ রায়।

মিত্র বংশ।

রাজা কানাইরাম মিত্র ;
(ঢাকার নবাবের দেওয়ান।‡)
রাজা পীতাম্বর,—শুঁড়া।

বসু বংশ।

রাজা সীতানাথ।
,, কমললোচন,-খলসিনী।

সিংহ বংশ।

রাজা প্রতাপচন্দ্র,-পাইকপাড়া
,, ঈশ্বরচন্দ্র

* ইহার বর্ণনা অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে আছে। ইহার বংশাবলী পর গ্রন্থে প্রকাশ হইবে।

† স্বযোগ্যতায়। ‡ এক্ষণে তাঁহার বংশের সন্তানেরা রায় সাহেব বলিয়া বিখ্যাত।

আদি বিবরণ।

এতদ্দেশীয় কায়স্থমহাশয়েরা শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এবং ভ্রমেও মনে করেন না, যে আমাদিগের কতদূর পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার আছে। অনুমান করি, শতাবধি দেড়শত বৎসর বা দুইশত বর্ষ মধ্যে নবাবসরকারে ও ইংরাজবাহাদুরের প্রথম অধিকার সময়ে যে যে কায়স্থ লক্ষ্মীমন্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশ ঘটক-কুলীন দ্বারা মান্য হইয়াছিল, অর্থাৎ কেহ গোষ্ঠীপতি, কেহ বা নবরঙ্গকুল করিয়াছিলেন, এবং বহুল অর্থ-ব্যয় সাধনপূর্ব্বক দেব-প্রতিষ্ঠা, মন্দির-প্রতিষ্ঠা পুষ্করিণী-খনন, দোল, দুর্গোৎসব, অতিথিসেবা ইত্যাদি, সর্ব্বজন শুভকর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈষয়িক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন বা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, তাহাতেই স্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল স্বয়ং সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই; এবং স্বজাতির উৎপত্তি-বিবরণ সকলে জ্ঞাত ছিলেন না।

এক্ষণে ভারতের বা বঙ্গের ইতিহাসলেখক মহাশয়েরা বল্লালসেনের পিতার নাম এবং যে জাতীয়, তাহাও অবগত হইলেন, এবং কিয়দ্দিবস অতীত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বল্লালসেন "কায়স্থ" প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতঃপর ইতিহাসলেখক দিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা ভ্রমপূর্ণ বিবরণ তুলিয়া দিয়া এক দুই প্রধান প্রমাণ নিজ নিজ গ্রন্থে প্রবেশিত করেন।

তাহার প্রমাণ এই, প্রায় ৪৩।৪৪ বৎসর হইল, আনুমানিক ইংরাজি ১৮২৮।২৯ সালে বারাণসী হইতে শ্রীবর মিশ্র নামক এক ব্যক্তি "সমাচার চন্দ্রিকাতে" লেখেন যে, "কায়স্থ জাতি কাহার সন্তান? ইহারা শূদ্র কি না? ইহার উৎপত্তি কোথায়? অশৌচ কয় দিবস?" ইত্যাদি লিখিবে, তাহাতে চন্দ্রিকা উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায়, "সংবাদ বঙ্গদূত" কায়স্থ জানিয়া মিশ্র মহাশয়ের প্রশ্ন সেন বাবুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কায়স্থ, মিশ্রের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বাধ্য হইয়া, অনেকানেক বিজ্ঞবরের সন্নিধানে অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরিশেষে সিমলানিবাসি ৺ তারিণীচরণ মিত্র মহাশয়ের নিকট একপ্রকার উত্তর পাইলেন। তিনি এই পর্য্যন্ত বলিলেন, "কায়স্থবর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ," ইহারা চিত্রগুপ্ত বংশজাত, ইহাদিগের অশৌচ দেশ বিশেষে ১০।১২ দিন, ১৫।৩০ দিন কদাচ নহে, কেবল এই কার্য্য গতিকে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং আদি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ও উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র, সেই শূদ্র তপস্যা করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলে, সেই দেহ হইতে কতকগুলি জীব জন্মিল, তাহারা শূদ্রকায়স্থ বলিয়া নীচ কর্ম্ম করে। পূর্ব্বরাজ্যে অদ্যাপি তাহাদিগের বংশ আছে। সেই পর্য্যন্ত মিত্রজ মহাশয়ের উপদেশে কেহ কেহ জানিতে পারিলেন, কায়স্থ শূদ্র নহে, মিশ্র মহাশয় তাহাতেই ক্ষান্ত হইলেন।

পরে ১৭৬৩ শকে বৈকুণ্ঠবাসী জগন্নাথ বসু মল্লিক মহাশয় এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ "কায়স্থ হিতার্ণব" প্রকাশ করেন; তাহাতেই কায়স্থগণের চক্ষুরুন্মীলন হইতে লাগিল। তাহার তিনবর্ষ পরে শকাব্দা ১৭৬৬ সালে মহাত্মা রাজনারায়ণ মিত্র মহোদয় "কায়স্থ কৌস্তুভ" প্রকাশ করিলেন। পরে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আন্দুলাধিপতি কায়স্থ কুলপ্রদীপ রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর পরম হৃষ্টচিত্তে দেবর্ষিসম-ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থায় কায়স্থ "ক্ষত্রিয়" প্রতিপন্ন করিয়া তৃতীয় সংখ্যায় প্রচার করাইলেন; এবং শূদ্র কর্ম্ম পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক শাস্ত্রানুমত-ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলিকাতাবাসী ধনবান এবং মাননীয় ব্যক্তিনিচয় আন্দুলাধিপতির প্রতি ঈর্ষাবশতঃ সেই মত পোষকতা করিলেন না। তাহার অল্পদিন পরেই অস্মৎ-সাধারণ কায়স্থমণ্ডলীর দুরদৃষ্ট বশতঃ মিত্র মহাশয় ও বসু মল্লিক বাবু এবং রাজা বাহাদুর এই তিন জনে ক্রমে ক্রমে কালের করাল কবলে কবলিত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন। যদিও কায়স্থকুলের উদ্ধার-উপায় অঙ্কুরিত হইতেছিল, কিন্তু উক্ত মহাত্মাত্রয়ের অকাল-মরণ-তপন-প্রভাবে ঐ অঙ্কুর একেবারে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে সেই অঙ্কুরের পুনঃ সজীবতা সম্পাদন-উপায় হইতেছে। শ্রীমদ্ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর,

কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, রায় মোহনলাল মিত্র, কৌলীন্য-চূড়া শ্রীমান শ্যামচাঁদ মিত্র, ভূম্যধিকারী শ্রীযুত কাশীনাথ বিশ্বাস মহাত্মাগণের সাতিশয় যত্নে এবং কায়স্থ কৌস্তুভসার পুনঃ প্রকাশান্তর শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশে সমস্ত কায়স্থবর্গের অজ্ঞান-কুসং-স্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ উদিত হইবে। তাহাতে অনায়াসে উপবীতাদি ধারণাদি করিয়া শূদ্রত্ব-ভাব-বিরহ হইবে।

নিম্নলিখিত চিত্রগুপ্ত-বংশজ. ব্রহ্ম-কায়স্থ--মহাত্মাগণ, যাঁহারা যবনাধিকার সময়ে এবং ইংরাজ বাহাদুরের প্রকৃত-অধিকার-স্থাপনকালীন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বীয় নামে ও স্ব স্ব স্থানে সুবিখ্যাত হইয়া স্বর্গাধিরোহণ করিয়াছেন, সেই সকল মহোদয়বর্গের নাম, ধাম প্রকাশ করিলাম। তাঁহাদিগের বংশ-পরিচয়, গুণানুবাদ, যশোবর্ণন, এবং কীর্ত্তিস্থাপনাদি সংগ্রহ করিতেছি তাহা দ্বিতীয় গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা।

বাগ্‌বাজার।

মহারাজ রাজবল্লভ।

গোবিন্দরাম মিত্র।
তিলকরাম বসু।
গোকুলচন্দ্র মিত্র।
রামকান্ত বসু।
গদাধর সেন।
রামমোহন বসু।
শান্তিরাম ঘোষ।
হরিনারায়ণ ঘোষ।
ভবানীচরণ দত্ত।
ভারতচন্দ্র বর্ম্ম।—(১০)

শ্যামবাজার।

কৃষ্ণরাম বসু।
বলরাম ঘোষ।
তুলসীরাম ঘোষ।—(৩)

শোভাবাজার।

পূর্ব্ব ভাগ।

মহারাজ-নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

কালীপ্রসাদ দত্ত।
চূড়ামণি দত্ত।—(৩)

শোভাবাজার।

পশ্চিম ভাগ।

নন্দরাম সেন।
ভলারাম বসু।
বিজয়রাম ঘোষ-মজুমদার।
বলরাম ঘোষ-মজুমদার।
দয়ারাম দেব-মজুমদার।
লক্ষ্মীনারায়ণ বসু।
রামকান্ত পালিত।
গোরাচাঁদ দত্ত। (৩)

শোভাবাজার।
বটতলা।

কালীশঙ্কর ঘোষ।
দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।
রামচন্দ্র মিত্র।—(৩)

হোগোলকুঁড়ে।

রামকান্ত দত্ত।
দর্পনারায়ণ বসু।
সন্তোষ সরকার।
কাশীনাথ বসু।
ভীম ঘোষ।—(৪)

শিমলা।

দুর্গাচরণ মিত্র।
শঙ্কর সিংহ।
নীলমণি মিত্র।
নীলমণি ঘোষ।
হরিশ্চন্দ্র বসু।
রামদুলাল সরকার।
কাশীনাথ ঘোষ।
বনমালী মিত্র।
কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস।
বলাইচাঁদ মিত্র।
দয়ারাম সরকার। (১১)

রামবাগান।

ভগবান দত্ত।
নীলমণি দত্ত। (২)

সিমলা।

মদনমোহন মিত্র।
রামমোহন দত্ত। (২)

কাঁসারি-পাড়া।

রাধামোহন সেন।
গদাধর মিত্র।
মদনমোহন দত্ত।
রামমোহন বসু।
রামরত্ন বসু। (৫)

আহিরী-টোলা
নাথের বাগান।

রামকান্ত বসু।
গৌরমোহন মিত্র।
বৈদ্যনাথ ঘোষ।
শ্রীহরি সিংহ।
বাবুরাম ঘোষ। (৫)

হাটখোলা-দত্তপল্লী।

মদনমোহন দত্ত।
জগৎচন্দ্র দত্ত।

শ্যামচাঁদ দত্ত।
রামশঙ্কর দত্ত।
গোকুলচন্দ্র দত্ত।
মাণিক্যচন্দ্র বসু।
আত্মারাম দত্ত।
শিবচন্দ্র বসু।
টিকারাম ঘোষ (৯)

যোড়াবাগান।

গঙ্গাধর মিত্র।
পার্ব্বতীচরণ বসু।
গঙ্গানারায়ণ সরকার। (৩)

পাতুরেঘাটা।

রামলোচন ঘোষ।
রামমোহন ঘোষ।
আনন্দরাম দাস। (৩)

যোড়াসাঁকো।

শান্তিরাম সিংহ।
ব্রজমোহন দত্ত-মজুমদার।
অভয়চরণ ঘোষ।
বারাণসী ঘোষ। (৪)

চোরবাগান।

রামসুন্দর মিত্র।
মুক্তারাম বাবু-(দত্ত)।
মদনমোহন দত্ত।
গুরুপ্রসাদ বসু। (৪)

বড়বাজার।

নীলমণি সরকার।
তারিণীচরণ মিত্র। (২)

মেছুয়াবাজার।

রাজা পীতাম্বর মিত্র।
রূপনারায়ণ মুন্সী। (২)

কলুটোলা।

রামনিধি দত্ত।
নীলমণি দে (কেরাণী)।
রাজমোহন বসু।
শিবচন্দ্র বসু।
শঙ্কর সরকার। (৫)

ঠনঠনে।

রামপ্রসাদ সিংহ।
শঙ্কর ঘোষ।
বলরাম সরকার।
দাতারাম মিত্র।
মথুরামোহন মিত্র। (৫)

আড়পুলি।

সাতকড়ি বসু।
(ফরাস) রামকানাই দত্ত।
কৃষ্ণমোহন দাস।
সীতারাম ঘোষ।
জগন্নাথ আইচ। (৫)

বহুবাজার।

অক্রুরচন্দ্র দত্ত।
ত্রিলোচন মিত্র।
রামতনু সোম।
অমরচাঁদ সিংহ।
বাঞ্ছারাম অঙ্কুর।
সদানন্দ গুপ্ত।
নরোত্তম সরকার। (৭)

জানবাজার।

পঞ্চানন দত্ত। (১)

ডিঙ্গাভাঙ্গা।

রামতনু সরকার।
গঙ্গারাম পালিত।

ইটালি।

দেবনারায়ণ দেব——১

ভবানীপুর।

বলরাম মিত্র।
(মাদ্রাজী) রামকানাই দত্ত।
বলরাম বসু।
মুক্তারাম মিত্র।
জগন্মোহন বসু। (মাষ্টার)(৫)

রসাপাগলা।

বাবুরাম ঘোষ। (১)

বোড়াল।

নরনারায়ণ ঘোষ। (১)

রাজপুর।

দুর্গারাম কর।
রামমোহন ঘোষ।
রামমোহন চৌধুরী।
————সরকার। (৪)

হরিনাভী।

তিলকরাম বসু।
ব্রজমোহন মিত্র।
————দেব সরকার। (৩)

চিংড়িপোতা।

রামরাম বসু। (২)

কোদালে।

গৌরমোহন বসু। (১)

বারুইপুর।

দুর্গাচরণ দত্ত চৌধুরী। (১)

দক্ষিণ বারাশত।

কৃষ্ণচন্দ্র বসু।

মদনমোহন রায় চৌধুরী (২)

বড়ু।

নন্দকুমার বসু।

শ্যামসুন্দর ভঞ্জ (২)

প্রবলবাটী-
জয়নগর।

রামগোপাল মিত্র। (১)

ময়দা-বারুইপুর।

গোপীনাথ চৌধুরী। (১)

মজিলপুর।

রাধাকৃষ্ণ দত্ত। (১)

শুকদেবপুর।

ধর্ম্মদাস পাল। (১)

দক্ষিণ ন্যাতড়া।

ঘনশ্যাম বসু। (১)

সরিশা কামালপুর।

দেবীচরণ বসু। (১)

বড়সি-বেহালা।

রামচাঁদ দত্ত। (১)

আন্দুল।

দেওয়ান-রামচরণ কর রায়

পুরুষোত্তম দত্ত চৌধুরী

রামসেবক বসু মল্লিক। (৩)

মেদিনীপুর।

মহাশয় শ্রীমন্ত ঘোষ (১)

তমুলুক।

দাওয়ান আনন্দচন্দ্র বসু।

কলিকাতার উত্তর
এঁড়েদহ।

বেচারাম মিত্র।

রামপ্রসাদ মিত্র। (২)

পানিহাটী।

বিশ্বনাথ ঘোষ।
মদনমোহন মিত্র।
দর্পনারায়ণ দাস।
দয়ারাম কর।
মদনমোহন বসু।
বাবু রামদেব মজুমদার। (৬)

সুখচর।

তিলকচন্দ্র দেব মজুমদার
শ্রীকান্ত মিত্র।
গোরাচাঁদ সিংহ। (৩)

খড়দহ।

রামহরি বিশ্বাস।
রঘুরাম ঘোষ। (২)

কোন্নগর।

রামশঙ্কর বসু।
গোলাপচন্দ্র ঘোষ।
মাণিক্যচন্দ্র মিত্র।
রামভদ্র মিত্র (মন্দিরবাটী)
রায় হরগোবিন্দ মিত্র।
রামতনু মিত্র-মজুমদার।
রামনারায়ণ বসু-মণি।
ব্রজকিশোর দেব। (৮)

মাহেশ।

রাম রুদ্র। (১)

বড়া।

লক্ষ্মীকান্ত বসু। (১)

সাঁতরাগাছি।

রামমোহন কর। (১)

জগদ্দল।

ফকিরচাঁদ সেন। (১)

মুলাযোড়।

রামনারায়ণ ঘোষ।

নৈহাটী।

রঘুরাম মিত্র।
গৌরমোহন ঘোষ-মজুমদার।
রাজমোহন সরকার।

কোনা।

রামকুমার ব্রহ্ম। (১)

উলা।

রাম রাম মৌস্তুফি। (১)

চুঁচুড়া।

শ্যাম বাবু (সোম)। (১)

ফরাসডাঙ্গা।

গঙ্গানারায়ণ ঘোষ (বক্সি)

দেবীচরণ সরকার।

কানাইলাল সরকার।

(ফিরিঙ্গি) রামকমল বসু। (৪)

খলসিনী।

কমললোচন বসু। (১)

ব্যাজড়া।

গোপীকান্ত মিত্র। (১)

গোপীনগর।

গোপীসিংহ চৌধুরী

কাঁটাগড়।

যশোধর বসু-মল্লিক।

ভাস্তাড়া।

দেবনারায়ণ সিংহ চৌধুরী। (১)

জগদীশপুর।

ভেয়েকিঙ্কর সেন।

দশঘরা।

মানগোবিন্দ বিশ্বাস।

বাঞ্ছারাম বসু। (২)

গুড়প।

জগদীশ নাগ। (১)

হুগলী ধর্ম্মপুর।

ভেয়ে দেবীদাস দেব মজুমদার।

হলধর ঘোষ। (৩)

জেজুর।

ফকিরচাঁদ ঘোষ। (১)

পানিশেবাল।

মদনমোহন বসু। (১)

গোবরহাণ্ডা।

রামপ্রসাদ মিত্র। (১)

বন্দীপুর।

রায় মহাশয়। (১)

হরিপাল।

শিবনাথ দেব রায়। (১)

আঁটপুর।

কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র। (১)

তড়া।

গৌরগোপাল বসু। (১)

দ্বারহাটা।

রামলোচন দত্ত। (১)

বাক্‌সা।

ভবানীচরণ মিত্র।

রাজারাম বিষ্ণু চৌধুরী। (২)

মথুরাবাটী।

বসু মল্লিক। (১)

বশোবেলমুড়া।

লালাগৌরহরি সিংহ। (১)

বেলমুড়া।

রায়-মহাশয়। (১)

ভাল্কো।

দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ। (১)

জেমোকাঁদি।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। (১)

পাটলি।

রামজীবন রায়। (১)

বংশবাটী।

নৃসিংহদেব রায়। (১)

শ্যাওড়াফুলী।

হরিশ্চন্দ্র রায়। (১)

মুরশিদাবাদ।

বঙ্গাধিকারী-মহাশয়। (১)

বহরমপুর।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন। (১)

বৰ্দ্ধমান।

রঘুনন্দন মিত্র। (১)

সাদিপুর।

হরিদাস মিত্র। (১)

বেনাপুর।

জয়গোবিন্দ বসু চৌধুরী।(১)

ধুলুক।

দেওয়ান প্রাণকৃষ্ণ বসু। (১)

দেবানন্দপুর।

ধর্ম্মদাস দত্ত মুনসি মহাশয় (১)

সোগন্ধ্যা।

কবিরাজ তিলকচন্দ্র বসু-রায়।

রামচন্দ্র মিত্র। প্রধানবংশ। (২)

এই বসু বংশের দৌহিত্র, কুলীনপ্রধান, সিমলায় বাস করেন—

অমরপুর।

রামলোচন ঘোষ।
কালীকিঙ্কর পালিত (২)

কলিকাতার পূর্ব্ব
বিষ্ণুপুর।

রামচন্দ্র মিত্র। (১)

কাটোয়া।

দেবীচরণ ঘোষ। (১)

নলকুড়ো।

গুরুপ্রসাদ বসু। (১)

আনরপুর।

রঘুরাম বসু। (১)

নিবন্ধ্য-দত্তপুষ্করিণী।

সাগররাম দত্ত।
মুকুন্দরাম সিংহ (২)

জাগুলিয়া।

চণ্ডীচরণ বসু। (১)

আড়বেলি।

তারিণীচরণ বসু।
শ্রীকৃষ্ণ নাগ। (২)

পূর্ব্ব বারাসত।

রায় রামসুন্দর মিত্র।

পেজে।

পরেশনাথ বসু। (১)

নড়াল।

কালীশঙ্কর দত্ত রায়। (১)

রাঢ়কাটী।

জগদীশ সেন।

যশোহর-বাগাটী।

চণ্ডীচরণ ঘোষ (কুলীন-প্রধান)
কৃষ্ণগোবিন্দ বসু (বসু-কুল-প্রধান)

টাকী।

গোপীকান্ত রায় মুনসী। (১)

খানাকুল-কৃষ্ণনগর।

জনমেজয় বসু সর্ব্বাধিকারী

ঢাকা।

দেওয়ান রাজা কানাইরাম মিত্র।

বারাণসী-ধাম।

আনন্দময় মিত্র।

উপরি উক্ত মহাত্মাগণের লোকান্তরের পর যে যে ব্যক্তি রাজপরিচিত, রাজকর্ম্মে নিযুক্ত এবং মুৎসুদ্দি প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ধনাঢ্য ও নানাপ্রকারে গণ্য মান্য হইয়াছেন তাঁহাদিগের নামাঙ্কিত; এবং বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি, দলপতি, ভূপতি রাজসম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম ধাম গুণ এবং কীর্ত্তি সংগ্রহ করিতেছি; পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। যথা—

শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব।

শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

,, দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই।

,, জষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র।

, রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর। (মুরশিদাবাদ।)

,, শ্যামচরণ দেব বিশ্বাস।

,, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র।

,, হেমচন্দ্র কর।

এই মহানগর কলিকাতার চতুষ্পার্শবর্ত্তী, এবং ভাগীরথী-তীরবাসী কায়স্থকুল, যাঁহারা অস্মদীয় জ্ঞানচক্ষুগোচর হইয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইল, এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে বহুল প্রসিদ্ধ মহোদয়বর্গ ছিলেন, তাহা নাজানা হেতু প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম না, যদি তাঁহাদিগের বংশীয় যে কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পিতৃগণের নাম ধাম, এবং কীর্ত্তিকলাপ এই গ্রন্থে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে, পর গ্রন্থে প্রকাশ করিতে বিশেষ যত্ন করিব।

সমাপ্তঃ।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta—23-3-76.